

কংগ্রেস জনগণকে লুট করার একটি সুযোগ হাতছাড়া করেনিঃ প্রধানমন্ত্রী



ঝাড়সুগুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, কংগ্রেস জনগণের টাকা লুট করার একটি সুযোগও হাতছাড়া করেনি। শনিবার ওড়িশার ঝাড়সুগুড়ায় এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আপনারা ভালো করেই জানেন, আগে কি অবস্থা ছিল। কংগ্রেস জনগণকে লুট করার একটি সুযোগ হাতছাড়া করেনি।

২০১৪ সালে জনতা যখন আমাদের বেছে নিয়েছিলেন, আমরা আপনাদের কংগ্রেসের লুট প্রথা থেকে মুক্ত করছি। বিজেপি সরকারের অধীনে দ্বিগুণ সঞ্চয় ও দ্বিগুণ আয়ের যুগ শুরু হয়েছে। বিএসএনএল ৪জি পরিষেবা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। বিএসএনএল আমাদের নিজের দেশে সম্পূর্ণ দেশীয় ৪জি প্রযুক্তি তৈরি করেছে। কটোর পরিশ্রম এবং দক্ষতার সঙ্গে বিএসএনএল ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় তৈরি করেছে। আমি এই কাজে নিয়োজিত সবাইকে অভিনন্দন জানাই। ৪জি পরিষেবা চালু করার জন্য সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তির অধিকারী বিশ্বের পাঁচটি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে। ভারতকে সর্বক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করে তুলতে হবে, এই আহ্বান জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ওড়িশার ঝাড়সুগুড়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সংকল্প হল, চিপ থেকে জাহাজ পর্যন্ত, ভারতকে সব কিছুতেই আত্মনির্ভর হতে হবে। বাণিজ্য, প্রযুক্তি অথবা জাতীয় নিরাপত্তা যাই হোক না কেন, জাহাজ নির্মাণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুবিধা প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আত্মনির্ভর ভারতের জন্য, দক্ষ যুবক এবং গবেষণার জন্য একটি শক্তিশালী পরিবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে বিজেপি সরকারের কাছেও এটি একটি অগ্রাধিকার। আজ, ওড়িশার পাশাপাশি সারা দেশে, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে অভূতপূর্ব ব্যয় করা হচ্ছে। এর জন্য মেরিট নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে, কারিগরী শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ে কংগ্রেসের উদ্বোধন করবেন অর্থমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : অর্থ ও কর মন্ত্রণালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৫ অক্টোবর নতুন দিল্লির তাজ প্যালেসে কৌটিল্য ইকোনমিক কংগ্রেস -এর চতুর্থ সংস্করণের উদ্বোধন করবেন। তিনদিনব্যাপী এই সম্মেলন ভারতের অর্থনীতি ও বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে পরিচিত। কংগ্রেসের সমাপনী সেশন ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বিদেশ

বিষয়ক মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ভারতের বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে বক্তব্য রাখবেন। কংগ্রেসের থিম অশান্ত সময়ে সমৃদ্ধি অন্বেষণ বর্তমান বৈশ্বিক অস্থিরতা ও ভারতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়েছে। উদীয়মান প্রযুক্তি বিষয়ে নেতৃত্ব দেনেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিঙ্ঘিয়া। সেশনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল অবকাঠামো সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। সমাপনীতে প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সবিভ ডঃ পি. কে. মিশ্রার সভাপতিত্বে হাই-লেভেল প্লেনারি অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বিশ্ব অর্থনীতির স্বাস্থ্য ও আর্থিক শাসনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। এই বছরের কংগ্রেসে ৩০টিরও বেশি দেশ থেকে ৭৫ জন আন্তর্জাতিক অতিথি অংশ নবেন। ফ্রান্সের ব্যাংক অফ ফ্রান্সের সম্মানিত গভর্নর জঁ-ক্রেড গ্রিগে RBI গভর্নর শ্রী সঞ্জয় মালহোত্রার সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করবেন। অন্যান্য আন্তর্জাতিক অতিথির মধ্যে আছেন ইন্দোনেশিয়ার সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী মেরি এলকা পাস্কেস্টু, জাপানের তারো কুনো, তসিংহ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা স্কুলের ডীন বিচ চং-এন, যুক্তরাজ্যের লর্ড কারান বিলিমোরিয়া, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের পাবলিক পলিসি স্কুলের ডীন আড্রেস ভেলাসকো, লর্ড নিক স্টার্ন এবং প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর জঁ-পিয়ের লান্ডু। আইনি আলোচনায় লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের প্রেসিডেন্ট ল্যারি ক্রেমার ও ভারতের প্রাক্তন আর্চার্স জেনারেল হরিশ সালভে অংশ নবেন। শ্রী শক্তিকান্ত দাসের সভাপতিত্বে আইনি সংস্কার ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা হবে। KEC ২০২৫-এ সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, যুব কর্মসংস্থান, নগরায়ন, বাণিজ্য ও আর্থিক সংহতি, উদয়মান প্রযুক্তি সংক্রান্ত বুদ্ধি ও সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সেশন অনুষ্ঠিত হবে। নেটওয়ার্কিং ও ইন্টারেক্টিভ সেশন অংশগ্রহণকারীদের সমাধানমুখী সংলাপে উদ্বুদ্ধ করবে। গত তিন বছরে KEC তার মান ও আন্তর্জাতিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। ২০২২ সালে প্রথম সংস্করণ ভবিষ্য পুনঃসংজ্ঞায়ন থিমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ২০২৩ সালে আগন্তুনে জলে গড়া বিশ্ব ও ২০২৪ সালে দ্য ইন্ডিয়ান এরা বিশ্বের অধীনে অর্থনীতি ও বৈশ্বিক সংলাপের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। IEG-এর সভাপতি এন. কে. সিংহের নেতৃত্বে ইনস্টিটিউট অফ ইকোনমিক প্রোথ কৌটিল্য ইকোনমিক কংগ্রেসে শুরু করেছিল। এটি কেন্দ্রের মন্ত্রকের সহযোগিতায় পরিচালিত একটি আন্তঃগণমূলক সম্মেলন। KEC ২০২৫ ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বৈশ্বিক সংলাপ এবং সমৃদ্ধির পথনির্দেশে একটি শক্তিশালী মঞ্চ হিসেবে প্রতিফলিত হবে।

রাষ্ট্রসংঘে কংগ্রেসের ‘হিন্দু সন্ত্রাস’ তত্ত্ব হাতিয়ার শরিফের, পাল্টা দিল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর : যে দেশের মাটি সন্ত্রাসবাদের স্বর্গরাজ্য, ধর্মীয় মৌলবাদের আতুত্বের, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গিয়ে দাবি করলেন, ধর্মীয় মৌলবাদ নাকি গোটা বিশ্বের শত্রু। ভারতের মাটিতে নাকি ‘হিন্দু সন্ত্রাসবাদ’ের চাষ হচ্ছে। পাল্টা পহেলাগাও থেকে লাভেনের উদাহরণ টেনে পাক সন্ত্রাসের ইতিহাস মনে করাল দিল্লিও। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ শুক্রবার বলেন, গোটা বিশ্বে ঘৃণা ভাষণের জায়গা থাকার কথা নয়। কোথাও কেনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে বা ধর্মের বিরুদ্ধে হিংসার কোনও জায়গা নেই। ভারতের হিন্দু সন্ত্রাসের মতো আদর্শের কোনও জায়গা থাকা উচিত নয়। আসলে ২০০৮ সালে মালগাও বিস্ফোরণের পর তৎকালীন কেন্দ্রের শাসকদল



বৃষ্টি মাথায় মা এলেন ধরা ধামে, আজ মহামাষ্টি, শুরু হল মায়ের বোধন, আনন্দে ভরে উঠল সকলের মন।

অন্য রাজ্যে থিতু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের এসআইআরে কী ব্যবস্থা? বিশেষ পরিকল্পনা কমিশনের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা এসআইআরে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক-সহ কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, পরিযায়ী শ্রমিক ও বাংলা থেকে কর্মসূত্রে অন্য রাজ্যে থিতু হওয়া বাসিন্দাদের জন্য অনুমোদন ফর্মে একটি আলাদা অংশ থাকবে। সংশ্লিষ্ট পরিযায়ী বা প্রবাসী যে শুধুমাত্র বাংলার ভোটার এবং অন্য রাজ্যের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই, তা লিখিতভাবে ঘোষণা করে স্বাক্ষর করতে হবে ওই অংশে। কোনো ব্যক্তি যাতে দুই জায়গায় ভোট না দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এমন ভাবনা কমিশনের। কমিশনের একটি সূত্র জানাচ্ছে,

বাড়ি-বাড়ি ফর্ম পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি অনলাইনেও ফর্ম পূরণের সুযোগ থাকবে। পরিযায়ী শ্রমিক ও ভিন রাজ্যে থিতু হওয়া বাংলার ভোটারদের কাছ থেকে আলাদা নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে কী নিয়ম, সে বিষয়টি এখনও অন্ধকারে। এদিকে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল অভিযোগ জানায়, বারবার জানানো সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলায় স্থায়ী সরকারি কর্মীর পরিবর্তে

কোনও অতিরিক্ত নথি না চাওয়ার পথে হাটতে চাইছে কমিশন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের বা বাবা-মায়ের নাম থাকলে শুধু সেই এপিক নম্বর ও পাট নম্বর দিলেই

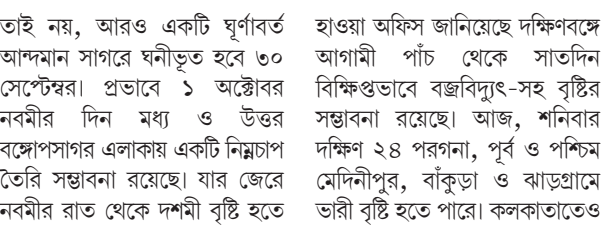
হবে। তবে বাবা-মায়ের নাম থাকলেও নিজের নাম না থাকলে ১২টি নির্ধারিত নথির যে কোনও একটি জমা দিতে হবে। তবে যেসব পরিযায়ী শ্রমিক বা তাঁদের বাবা-মায়ের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে কী নিয়ম, সে বিষয়টি এখনও অন্ধকারে। এদিকে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল অভিযোগ জানায়, বারবার জানানো সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলায় স্থায়ী সরকারি কর্মীর পরিবর্তে

কোনও অতিরিক্ত নথি না চাওয়ার পথে হাটতে চাইছে কমিশন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের বা বাবা-মায়ের নাম থাকলে শুধু সেই এপিক নম্বর ও পাট নম্বর দিলেই

আরও একটি ঘূর্ণাবর্তের ভ্রুকুটি! পঞ্চমীতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, ভিজবে নবমীর রাতও?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : নিম্নচাপ যেন ছাড়ছে না। একটি গভীর নিম্নচাপ আজ, শনিবার দক্ষিণ এশিয়া ও উত্তরপ্রদেশ উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। শুধু

পারে কলকাতা-সহ বাংলার বেশ কিছু জেলায়। আজ, পঞ্চমীর দিনেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে অলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।



তাই নয়, আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত আন্দমান সাগরে ঘনীভূত হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। প্রভাবে ১ অক্টোবর নবমীর দিন মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি সম্ভাবনা রয়েছে। যার জেরে নবমীর রাত থেকে দশমী বৃষ্টি হতে

হাওয়া অফিস জানিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ থেকে সাতদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিন্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাকুড়া ও ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতাতেও

মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার সকালে কলকাতার আকাশ পরিষ্কার থাকবে। বেলা বাড়লে মেঘলা আকাশ স্থানীয় ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। মূলত বজ্রবিন্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। রবিবারেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। নতুন নিম্নচাপ বাংলার দিকে এলে নবমীর দিন থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। তার প্রভাবে কলকাতাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। এছাড়াও নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির কথা শুনিয়েছে হাওয়া অফিস। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ, শনিবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও অলিপুরসুদূরে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য এলাকার জেলাগুলিতে বজ্রবিন্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে রবিবার পর্যন্ত। সোমবারে মালদহ ও দিনাজপুরে বজ্রবিন্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। নবমীর রাত থেকে দশমীতেও বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গেও।

দুঃস্থ এবং প্রবীণ মানুষের জন্য পূজো উপহার অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রত্যেকবছরের মতো এ বছরও নিজের সংসদীয় এলাকায় সক্রিয় ভূমিকায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, বজবজ, মহেশবল্লা এবং মোটীয়বুরুজের প্রায় সাড়ে চার লক্ষের বেশি দুঃস্থ এবং প্রবীণ মানুষের জন্য পূজো উপহার প্রত্যেক বিধানসভার নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের মতো এ বারও দলের নেতা কর্মীরা গিয়ে বাড়িতে সাংসদের উপহার পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। দলীয় সূত্রের খবর, একটি করে বিধানসভার জন্য ৭০ হাজারের বেশি পোশাকের সঙ্গে সাংসদের শুভেচ্ছাবার্তা লেখা কার্ড পাঠানো হয়েছে। গত বছর থেকে বাড়িতে বাড়িতে পূজো উপহার পৌঁছে দেওয়ার আশ্রয় দিয়েছিলেন অভিষেক। বাড়িতে বসে উপহার পেয়ে খুশি সকলেই। এদিকে বাংলায় নাকি দুর্গাপূজো হয় না। একাধিকবার বাংলায় এসে এই ইস্যুতে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতো দেখা গিয়েছে মোদি-শাহ এন্ড কোং-কে। সেই বাংলায় দাঁড়িয়েই চতুর্থীতে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পূজোর উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর এদিনই সেই পূজো-প্রসঙ্গ তুলে শাহকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘যারা বাংলায় এসে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করছেন, তাঁরাই পাঁচ বছর আগে বলত, বাংলায় দুর্গাপূজো হয় না। শাহের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী বলেও তোপ দাগেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।



মানুষের জন্য পূজো উপহার প্রত্যেক বিধানসভার নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গত বছরের মতো এ বারও দলের নেতা কর্মীরা গিয়ে বাড়িতে সাংসদের উপহার পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। দলীয় সূত্রের খবর, একটি করে বিধানসভার জন্য ৭০ হাজারের বেশি পোশাকের সঙ্গে সাংসদের শুভেচ্ছাবার্তা লেখা কার্ড পাঠানো হয়েছে। গত বছর থেকে বাড়িতে বাড়িতে পূজো উপহার পৌঁছে দেওয়ার আশ্রয় দিয়েছিলেন অভিষেক। বাড়িতে বসে উপহার পেয়ে খুশি সকলেই। এদিকে বাংলায় নাকি দুর্গাপূজো হয় না। একাধিকবার বাংলায় এসে এই ইস্যুতে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতো দেখা গিয়েছে মোদি-শাহ এন্ড কোং-কে। সেই বাংলায় দাঁড়িয়েই চতুর্থীতে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পূজোর উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর এদিনই সেই পূজো-প্রসঙ্গ তুলে শাহকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘যারা বাংলায় এসে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করছেন, তাঁরাই পাঁচ বছর আগে বলত, বাংলায় দুর্গাপূজো হয় না। শাহের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী বলেও তোপ দাগেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

দুর্গা পূজোর ভিড়ে নজরদারি করতে শিয়ালদহ ডিভিশনে চালু ওয়ার রুম!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপূজো উপলক্ষে যাত্রীদের ব্যাপক ভিড়ের ঠিক আগে যাত্রী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শিয়ালদহ বিভাগ এই বিশেষ ‘ওয়ার রুম’-এর প্রাথমিক ধাপ সফলভাবে চালু করেছে। এই পদক্ষেপ শিয়ালদহ বিভাগের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করছে যাতে উসবের সময় প্রতিটি যাত্রীর যাত্রা হয় সুরক্ষিত ও নির্বিঘ্ন। ওয়ার রুম’-এর ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য -উৎসব মরশুমের কোটি কোটি যাত্রী ও প্যান্ডেল-দর্শনাধীর চাপ সামলাতে এই বিশেষ নিয়ন্ত্রণকক্ষ হবে রিয়েল-টাইম নজরদারি ও সিদ্ধান্তগ্রহণের কেন্দ্রীয় ম্যাকেন্দ্র। বর্তমান ব্যবস্থায় প্রযুক্তি-নির্ভর এক শক্তিশালী মাধ্যম, যার বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ সর্বক্ষণ লাইভ নজরদারিঃসমগ্র বিভাগে স্থাপিত ২,২০০-রও বেশি সিসিটিভি ক্যামেরার একীভূত লাইভ ভিডিও ফিড এই ওয়ার রুমে সরবরাহ করা হচ্ছে, যা ভিডিও সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম জালা সমন্বিত। কেন্দ্রীভূত মনিটরিংঃ ১২টি পৃথক ক্লাস্টারের ক্যামেরা যুক্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন ও রেল সেকশনের উপর বিস্তৃত নজরদারি দিচ্ছে। রিয়েল-টাইম ভিড নিয়ন্ত্রণ এই ব্যবস্থা লাইভ ভিড পর্যবেক্ষণে বিশেষ সহায়ক, যার মাধ্যমে রেলকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে ভিড নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং প্ল্যাটফর্ম বা কনকোর্সে সম্ভাব্য পদপিষ্ট বা অতিরিক্ত ভিড রোধ করা সম্ভব হবে।তথ্যগতভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণঃসম্পূর্ণ অপারেশনাল দৃশ্যের তাম্রাণিক চিত্র পাওয়ায় জরুরি পরিস্থিতি বা নিরাপত্তা হুমকির ক্ষেত্রে দ্রুত ও যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে। ভবিষ্য সন্ত্রাসসারণঃ বর্তমানে এটি মূলত নজরদারি ও নিরাপত্তার উপর কেন্দ্রীভূত থাকলেও ভবিষ্যতে এই সিস্টেমকে একটি পূর্ণাঙ্গ ‘ওয়ার রুম’ হিসেবে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে বড় দুর্ঘটনা থেকে প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ-সবকিছু সামালানো যায়। শিয়ালদহ ডিভিশন ডিআরএর রাজীব সায়েরা জানানিয়েছেন, এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা শিয়ালদহ বিভাগের আধুনিক নিরাপত্তা পরিকাঠামো গড়ে তোলার অঙ্গীকারের প্রতিফলন। দুর্গাপূজার আনন্দকে আরও সুরক্ষিত করে তুলতে যাত্রী সুরক্ষায় এই পদক্ষেপ হবে এক বড় মাইলফলক।

১১৩টি পূজো রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা শারদ সন্মান পাচ্ছে

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : এবছর কলকাতা ও লাগোয়া শহরতলীর ১১৩টি পূজো রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা শারদ সন্মান পাচ্ছে। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দুনীল সেন এক সাংবাদিক বৈঠকে পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন। সেরার সেরা, সেরা সাবেকি, সেরা মস্তপ, সেরা প্রতিমা, সেরা ভাবনা, পরিবেশবান্ধব ও বিশেষ বিভাগে পূজো গুলিকে সম্মানিত করা হয়েছে। এই পূজা কমিটি গুলি আগামী পাঁচই অক্টোবর রাজ্য সরকারের পূজো কার্নিভালে অংশ নেবে। আজই জেলার সেরা পূজো গুলিরও তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে ইন্দুনীলবাবু জানিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে তথ্য সংস্কৃতি সচিব শান্তনু বসু ও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বোনাসের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর : বোনাস পাননি জলপাইগুড়ির নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকরা। প্রতিবাদে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে ২০ ঘটীরও বেশি সময় ধরে চালসা-মেটেলি রাজ্য সড়কের আইভিল মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে রেখেছেন তারা। এখনও মেলেনি কোনো সমাধানসূত্র। এদিকে অবরোধের জেরে শনিবার পথের দুই ধারে বহু যানবাহন আটকে রয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে মেটেলি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকরা শুক্রবার জাতীয় পুরস্কা হাতে হেঁটে রওনা দেন চালসার উদ্দেশ্যে। আইভিল মোড় এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেয়। গতকাল দুপুর ২টা থেকে পথ অবরোধে শামিল হয়েছেন শ্রমিকরা। তাঁদের সঙ্গে রাষ্ট্রায় বসে পড়েন সাংসদ মনোজ টিগা, নাগরাকটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেরো। রাতে একই মালিকানাধীন কিলকোট চা বাগানের ম্যানেজার অবরোধকারীদের সঙ্গে গিয়ে কথা বললেও কোনো সমাধান বের হয়নি। প্রসঙ্গত, ২০ সেপ্টেম্বর বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে পূজোর আগে ১০ শতাংশ, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ৫ শতাংশ ও বাকি ৫ শতাংশ ফাগুয়া উৎসবের সময় দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

Dr. Santosh Kumar

HIP AND KNEE FOUNDATION CLINIC

My Knee My Life
P-332, Lake Town, Block - A,
(Near Lake Town Police Station), Kolkata 700089

He Walks On The Very Next Day After Both Hips Replacement.

SUCCESS STORY

Dr. Santosh Kumar
Knee & Joint Specialist
www.mykneemylife.org
Tel: +91 98319 11584

Premiere in progress: you're officially one of the first fans to watch this upload. Enjoy this Premiere by watching and chatting with other fans in real time. Remember to guard your privacy and abide by our Community Guidelines.

LEARN MORE

Live chat
Top chat 1

12:10 pm Patients Network: what is the success rate of hip replacement in kolkata?

Consultant
Orthopaedic & Joint Replacement Surgeon,
HEAD, Institute of Computer Assisted, Joint Replacement Surgery, Belle Vue Clinic
9 Loudon Street, Kolkata-17, Woodlands Multi speciality Hospital

For Appointment : 9831266632

Dr. Santosh Kumar

Expert Orthopedic Surgeon, MBBS, D.Ortho, Mch(Ortho)
E-mail: santdr@gmail.com, Website: www.mykneemylife.org
Dial : +91 98319-11584

রামমোহন রায়ের জীবনাদর্শ পথ চলার শক্তি জোগায় ঐমুখ্যমন্ত্রী



কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর : রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াণ বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এজ্ঞ হাভ্ডেলে এক বা তায় তিনি শনিবার জানিয়েছে, - বাংলার নবজাগরণের পথিকৃ ও প্রধান স্থপতি রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াণদিবসে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এই মহান সমাজ সংস্কারক বাংলায় তথা সারা বিশ্বজুড়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার জন্য। শিক্ষার প্রসার থেকে শুরু করে সতীদাহ প্রথার বিলোপ - অচলায়তনকে ভেঙে তিনিই এই বাংলায় এক নতুন সমাজ গঠনের পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও আদর্শ আজও আমাদের পথ চলার শক্তি জোগায়।

এখনও ১৬৬ ধারা জারি লেহ-তে মোতায়েন সুরক্ষা বাহিনী, চলছে নজরদারি

লেহ, ২৭ সেপ্টেম্বর : লেহ-তে হিংসাত্মক ঘটনার পর দীর্ঘ সময় অস্থিরতা, এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। জারি রয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৬ ধারা। জমায়তে আগতত নিষিদ্ধ রয়েছে। মোতায়েন রয়েছে সুরক্ষা বাহিনী, চলছে টহল ও নজরদারি। লেহ-র রাস্তাঘাট, বাজার একেবারেই স্তনশালীন রয়েছেগত ২৪ সেপ্টেম্বর হিংসা ছড়িয়ে পড়ে লেহ-তে। সেই হিংসায় একাধিক মৃত্যুও হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিষ্কৃতি মোকাবেলায় ১৬৬ ধারা কার্যকর রয়েছে। পাঁচ বা ততোধিক বাড়ির জমায়তে নিষিদ্ধ। পূর্ব লিখিত অনুমোদন ছাড়া কোনও মিটিং, মিছিল, সমাবেশ করা যাবে না।

অশোক সিংঘলের জন্মবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভোপাল, ২৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক সভাপতি, অযোধ্যা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অশোক সিংঘলের জন্মবার্ষিকীতে শনিবার তাঁকে স্মরণ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব।এদিন মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে (টুইটার) একটি পোস্টে লিখেছেন শ্রী রাম জন্মভূমি আন্দোলনের প্রথর কণ্ঠস্বর, জাটায় ধর্মের উপাসক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক সভাপতি শ্রদ্ধেয় অশোক সিংঘলজীর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে বিনশ্রু শ্রদ্ধা জানাই। জাটায় পূর্ণগঠনে তাঁর সমর্পিত জীবন ও কর্ম ভবিষ্যতেও ভারত মায়ের সেবার অনুপ্রেরণা জোগাবে। হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষার জন্য তাঁকেসর্বদা স্মরণ করা হবে।

বিশ্ব পর্যটন দিবসে কলকাতা শহরেও নানা অনুষ্ঠান

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স) বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে কলকাতা শহর জুড়েও নানা অনুষ্ঠান। শনিবার সকালে শেখাপিথর সরণির ইন্ডিয়া ট্যুরিজম অফিসে স্থল পড়ুয়াদের নিয়ে এক অনাডরয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতুল ভাৱত- বিশেষ লোগো সম্বলিত টুপি বিতরণ করা হয়েছে। উত্তর কলকাতার দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন ও দক্ষিণ কলকাতার খানপুর নির্মালা বালা সরকার গার্লস প্রাথমিক স্কুল, বাশদ্রোগী থেকে শতাধিক পড়ুয়াদের মধ্যেই ছিল স্বতঃ স্ফূর্ত যোগদান। অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীরা এদিনের কর্মসূচিতে সামিল হয়। মূলতঃ আজকের এই দিনটিতে সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে হেরিটেজ রক্ষা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও সবুজ সৃষ্টিতে সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করা হয়েছে। শারদাসব উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সূচনায় মইলা ঢাকি উপস্থিত ছিলেন। ঢাকের বাড়ির সুর মূর্ছনায় জমজমাট ওই কর্মসূচি।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও

সুরাটে হাইস্পিড বুলেট ট্রেন প্রকল্পে ত্বরান্বিত কাজ, অগ্রগতি পরিদর্শনে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষম্বী

সুরাট, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) - দেশের রেল ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী উন্নয়নের অংশ হিসেবে গুজরাটের সুরাটে হাইস্পিড বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত গতিতে এগিয়ে চলছে। শনিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষম্ব সুরাটের সারোলি অঞ্চলে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সরাসরি পরিদর্শন করেছেন। তিনি কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, দেশের রেল ক্ষেত্রে এই প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশ সংক্রান্ত প্রযুক্তিতেও নতুন রেলগন্ত উন্মোচিত হবে।সুপারেলমন্ত্রী বৈষম্ব সারোলিতে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের হাই-স্পিড রেল টার্নআউট নির্মাণ কার্যক্রম সরাসরি পরিদর্শন করেন। এই টার্নআউটগুলির বিশেষ ডিজাইন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যা হাইস্পিড ট্রেনের নিরাপদ, দ্রুত এবং আরামদায়ক চলাচল নিশ্চিত করবে। বৈষম্ব বলেন, বুলেট ট্রেন প্রকল্পের প্রথম সেকশন সুরাট থেকে বিলিমোরা পর্যন্ত চালু হবে। আমি

স্টেশনের কাজ এবং ট্রাক স্থাপনের কাজ পরিদর্শন করছি। সতিই এটি একটি চমকার অগ্রগতি। ট্রাক স্থাপন ও স্টেশন নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তিগুলি বুলেট ট্রেন প্রকল্পের জন্য একেবারেই অনন্য। ভবিষ্যতে দেশের আরও বিভিন্ন হাইস্পিড প্রকল্পে আমরা এর সুবিধা পাব।সুন্দরিতা আরও বলেন, সুরাট স্টেশনের পাশে দুটি ট্রাক এবং দুটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। একটি প্ল্যাটফর্ম মুম্বইয়ের দিকে, অন্যটি আশ্রমদাবাদের দিকে। পাশাপাশি এখানে একটি বিশাল কনকোর্স নির্মিত হয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক ও সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করবে। হাই-স্পিড রেল টার্নআউটগুলো বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে ট্রেনগুলো নিরাপদভাবে এবং দ্রুতগতিতে চলতে পারে।সুরাটে হাইস্পিড বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজ



ইতিমধ্যেই বড় অগ্রগতি লাভ করেছে। সারোলি অঞ্চলে নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত প্রকৌশলীরা জানান, ট্রাক স্থাপনের কাজ এবং টার্নআউট নির্মাণ দ্রুতগতিতে চলছে। ব্যবহার করা প্রযুক্তিগুলি অত্যধুনিক এবং যাত্রীসেবার মান আরও উন্নত করবে। প্রকল্পটি চিক সময়মতো শেষ করতে আমরা প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রম করছি।প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত হাইস্পিড ট্রেন চালু করা, যা যাত্রীদের জন্য সময়সশীল্মী এবং আরামদায়ক পরিবহন নিশ্চিত করবে। সুরাট থেকে বিলিমোরা পর্যন্ত প্রথম সেকশন চালু হলে স্থানীয় যাত্রীদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যাত্রীরাও সুবিধা পাবেন। রেলমন্ত্রী বৈষম্ব এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি, রিয়েল এস্টেট, পর্যটন এবং শিল্প ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।বুলেট ট্রেন প্রকল্পে ব্যবহৃত প্রযুক্তি হাইস্পিড ট্রেনের জন্য বিশেষভাবে উন্নত করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে উন্নত মানের রেলপথ, আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেম, নিরাপত্তা বর্ধিতর জন্য অ্যালার্ম ও মনিটরিং প্রযুক্তি এবং

যাত্রী সুবিধার্থে অত্যধুনিক স্টেশন ডিজাইন। রেলমন্ত্রী বৈষম্ব বলেন, যখন আপনি স্টেশনে আসবেন, তখন দেখতে পাবেন যে প্রতিটি ট্রেনের সুবিধা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র যাত্রীর আরাম নয়, একই সঙ্গে নিরাপত্তার দিকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।সুরাটে হাইস্পিড বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তার দিকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।সুরাটে হাইস্পিড বুলেট ট্রেন প্রকল্পের কাজটি রেলওয়ের নতুন প্রযুক্তির ধারায় অর্থনীতি, রিয়েল এস্টেট, পর্যটন ও প্রতিযোগিতামূলক করার দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।রেলমন্ত্রী বৈষম্ব এই প্রকল্পের দ্রুত অগ্রগতি দেখে খুশি হয়ে আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক করার দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।রেলমন্ত্রী বৈষম্ব এই প্রকল্পের দ্রুত অগ্রগতি দেখে খুশি হয়ে আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক করার দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।রেলমন্ত্রী বৈষম্ব এই প্রকল্পের দ্রুত অগ্রগতি দেখে খুশি হয়ে আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক করার দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।রেলমন্ত্রী বৈষম্ব এই প্রকল্পের দ্রুত অগ্রগতি দেখে খুশি হয়ে আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক করার দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

শনিবার দেশের পেট্রোল-ডিজেলের দাম অপরিস্রিত, স্ট্যান্ডার্ড রোটই বহাল

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ দেশের জ্বালানি বাজারে শনিবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। অর্থা, যাত্রী, গাড়ি মালিক এবং শিল্প ক্ষেত্রে জ্বালানি খরচ একই রকম বহাল থাকল। দেশের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওপর ভিত্তি করে দেশীয় বাজারে পেট্রোল ও ডিজেলের খুচরা দাম নির্ধারণ করে।দিল্লিতে শনিবার পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ৯৪.৭৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা বহাল রয়েছে। কলকাতায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০৫.৪১ টাকা, আর ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা অপরিস্রিত রয়ে গেছে। মুম্বইতে পেট্রোলের দাম ১০৬.৫০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.০৬ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের

দাম ১০১.২৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৮১ টাকা, যা আগের দিনের মতোই।জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের স্থিতিশীল দাম দীর্ঘমেয়াদে যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের জন্য সুবিধাজনক। তারা জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠাপড়ার প্রভাব সরাসরি দেশের জ্বালানি খাতে পড়ে, তবে বাজারে সাময়িক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় সাধারণ ভোক্তা তেমন প্রভাব অনুভব করছেন না।সম্প্রদত, দেশের বিভিন্ন শহরে পেট্রোল-ডিজেলের দাম রাজ্য ও শুল্কের ভিত্তিতে কিছুটা কমাকা থাকে। তাই দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে রোটের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তবে শনিবারের এই দাম বহাল থাকায় সমস্ত মূল শহরে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চলাচল ও ব্যবসায়িক

খরচে কোনো পরিবর্তন আসেনি।তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি নিয়মিতভাবে প্রতিদিনের বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী পেট্রোল-ডিজেলের দাম সমন্বয় করে থাকে। তবে শনিবার দেশের বাজারে দাম স্থিতিশীল থাকায় ভোক্তারা কিছুটা স্বস্তি অনুভব করছেন। বিশেষ করে যাত্রীরা, গাড়ি মালিক ও ট্রাক চালকরা দৈনন্দিন যাতাযাতের ব্যয়ে কোনো ব্যয়তি চাপ অনুভব করছেন না।উল্লেখ্য, দেশে জ্বালানির দাম শুধু আন্তর্জাতিক তেলের দামের ওপর নির্ভরশীল নয়, দেশের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার দ্বারা আরোপিত শুল্ক এবং অন্যান্য খরচের সঙ্গেও সম্পর্কিত। ফলে বিভিন্ন শহরে দাম কিছুটা পার্থক্য।যুক্ত হলেও সামগ্রিকভাবে বাজারে স্থিতিশীলতা দেখা দেয়।বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের জ্বালানি বাজারে দাম

একইভাবে বহাল থাকায় সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পaoছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী কিছুদিনে আন্তর্জাতিক বাজারে বড় ধরনের ওঠাপড়া না হলে দেশের বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল থাকবে।পরহর্ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টকায় স্থিতিশীল থাকায় রাজধানী শহরের যাত্রীদের দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কলকাতায় পেট্রোল ১০৫.৪১ টাকায় এবং ডিজেল ৯২.০২ টাকায় থাকার ফলে ব্যবসায়ীরা আগের ব্যয় রোট অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।মুম্বই এবং চেন্নাইয়েও একই রকম পরিস্থিতি, যা দেশের অর্থনৈতিক ও দৈনন্দিন কার্যক্রমে স্বস্তি নিয়ে

প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বানঃভারতকে সর্বক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করে তোলা হোক



ঝারসুগুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার ওড়িশার ঝারসুগুয়া বিভি়ন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পর দেশবাসীকে সর্বক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, আমাদের লক্ষ্য এবং সংকল্প হলো চিপ থেকে জাহাজ পর্যন্ত, ভারতকে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে তোলা। বাণিজ্য হোক বা প্রযুক্তি, বা জাতীয় নিরাপত্তা-প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে জাহাজ নির্মাণের মতো খাতে আত্মনির্ভরতা দেশের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।সুদ্রুতনি আরও বলেন, আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ যুবক তৈরি করা এবং গবেষণার জন্য একটি শক্তিশালী পরিবেশ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। সেই কারণেই বিজেপি সরকার শিক্ষার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে। আজ, ওশি সহ সমগ্র দেশে শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন অতুতপূর্ব বিনিয়োগে করা হচ্ছে।সুপ্রধানমন্ত্রী মোদি মেরিট নামে একটি নতুন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেননি। তিনি জানান, এই প্রকল্পের আওতায় কারিগরি শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে, যা দেশের যুবকদের দক্ষতা এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের যুবসমাজকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে তারা প্রযুক্তি, শিল্প ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে দেশের স্বনির্ভরতার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।ঝারসুগুড়ায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির গুরুত্বকেও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলি গুরু কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে না, বরং স্থানীয় অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রাখছে। দেশের প্রতিটি প্রান্তে এই ধরনের উদ্যোগ চালু করার মাধ্যমে আমরা ভারতকে এক শক্তিশালী, আত্মনির্ভর এবং আধুনিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।সুপ্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের যুবসমাজের দিকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের আত্মনির্ভরতা শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগের ওপর নির্ভর করে না। দক্ষ, উদ্ভাবনী এবং দায়িত্বশীল যুবকরাই দেশের স্বনির্ভরতার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে।তিনি আরও বলেন, আজকের বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রযুক্তিনির্ভর। সেই দিক থেকে চিন্তাভাবনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিপ বা জাহাজ নির্মাণ হোক, যেকোনো শিল্পে স্বনির্ভরতা দেশের জন্য এক স্থায়ী শক্তি তৈরি করবে। ভারতকে সর্বক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করার জন্য আমরা শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদি এই সফরে ঝারসুগুড়ার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন। তিনি স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে কথোপকথনের সময়ও যুবসমাজের স্বনির্ভরতা এবং দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, যদি আমাদের যুবসমাজ দক্ষ ও উদ্ভাবনী হয়, তাহলে ভারত বিশ্ব দক্ষতা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই শিক্ষা এবং কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন আজকের সময়ের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার।প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই আহ্বান দেশের শিক্ষার্থী, গবেষক এবং শিল্পপতি সকলের মধ্যে স্বনির্ভরতা ও উদ্ভাবনী মনোভাবকে জাগ্রত করতে সাহায্য করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

অভিনভ বিন্দ্রার জন্মদিন রবিবারঃদেশের গৌরবশালী শুটারের সাফল্যের গল্প



কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃভারতের গর্ব, বিশ্বমানের শুটার অভিনভ সিং বিন্দ্রার জন্মদিন আজ, ২৮ সেপ্টেম্বর। অভিনভ বিন্দ্রা কেবল একজন খ্যাতনামা শুটারই নয়, তিনি ভারতের ক্রীড়াঙ্গণতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিক গেমসে অভিনভ বিন্দ্রা প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদ হিসেবে ব্যক্তিগত ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেন। এটি ছিল ১৯৮০ সালের পর ভারতের প্রথম অলিম্পিক স্বর্ণ। সেই সময় পুরুষ হকি দলই সর্বশেষ স্বর্ণজয়ী হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে বিন্দ্রা আফ্রিকা-শুধুই প্রতিভার প্রচয় নয়, কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলাফল।বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিক গেমস উভয় প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ভারতীয় ক্রীড়াবিদ, যিনি এই দুই প্রতিযোগিতায় একই সময়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন। এই সাফল্যের মাধ্যমে তিনি দেশের যুবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণার এক বড় উৎস হয়ে উঠেছেন।অভিনভ বিন্দ্রার শুটিং ক্যারিয়ার শুধুমাত্র পুরুষ জয়ের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি ভারতের ক্রীড়া ও শুটিং খাতে উন্নয়নে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যুবক ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ, শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতিতে তার প্রচেষ্টা আজও ক্রীড়াঙ্গণতে র জন্য প্রেরণার উৎস।আজ, অভিনভ বিন্দ্রার জন্মদিনে দেশজুড়ে ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ, ভক্ত এবং সাধারণ মানুষ শুধুই শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তার সাফল্য শুধুমাত্র তার নিজস্ব ষয়, এটি ভারতের শুটিং প্রতিভার প্রতিকলন এবং দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।অভিনভ বিন্দ্রারঅনন্য কৃতিত্ব, দৃষ্টান্তমূলক মনোভাব এবং বিশ্বমানের শুটিং দক্ষতা তাকে ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তার জন্মদিন উপলক্ষে ক্রীড়া মহলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং যুবসমাজের মধ্যে তার সাফল্যের গল্প আজও উদ্বাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার সহ গ্রেফতার অভিযুক্ত
আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। ঘটনা আমতলিতে।আমতলি বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিঙা অমিতা ভৌমিকের বাড়ি থেকে কর্মকর্তাদিন আগে বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার সহ একটি মোবাইল ও বেশ কিছু নগদ টাকা চুরি হয়। পরে বাড়ির মালিক অমিতা ভৌমিক আতঙ্কিত থানায় লিখিত আকারে একটি মামলা দায়ের করেন।এই অভিযোগের ভিত্তিতে আমতলি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে স্বক্রবাহ জয়ন্ত ভৌমিক নামে এক অভিযুক্তকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তার

দূরন্ত বার্তা

রাশিফল

মেঘঃ শরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে। আপনি অফিসে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলে আপনার গার্হস্থ্য জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শুভদিন।
বৃষঃ আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। সব দায়বদ্ধতা এবং আর্থিক লেনদেনগুলিকে সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। বিবাহের যোগ।
মিথুনঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার আজ আলকোহল বা এ জাতীয় কোনও খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ আপনি আপনার আইটেমগুলি বিষাক্ত অবস্থায় হারিয়ে যেতে পারেন।
কর্কট রাশিঃ যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। যে সমস্ত লোকেরা ঋণ পরিশোধিত তারা আজ এই অর্থ ফেরত দিতে সমস্যায় পড়তে পারে।
সিহঃ আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা ।
কন্যাঃ ঘরে কাজ করার সময় বিজ্ঞান শিক্তা নিন। ঘরের কাজের জিনিসগুলির যে কোন অসাবধান ব্যবহার করলে একটি রুমমস্যা ফেলতে পারে। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
তুলাঃ আপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা ভাগ্যবান মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। পরিবারের সদস্যদের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া এড়াতে আপনার মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করুন।
বৃশ্চিকঃএমন ক্রিয়াকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করুন যা আপনাকে আপনার শাস্ত্যভাব বজায় রাখতে সাহায্য করবে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যা আজই সমাধান হতে পারে এবং আপনি আর্থিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন।
ধনুঃভাগ্যের ওপর নির্ভর করবেন না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা ভাগ্যের হাতে ছাড়বেন না যে ভাগ্যবানী অলস বলে তা আপনার কোনোদিন হবে না। বিনোদন এবং রম্যচর্চায় বেশী খরচ নয়। বিবাহযোগ্যদের জন্য বৈবাহিক বন্ধন।
মকরঃ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার ক্ষমতা এটি চমকান দিান। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন দরতে পারেন। এটি আপনাকে খুব আনন্দিত করবে। আপনার বাচ্চাদের চিন্তাগুলিকে সমর্থন করা জরুরী হবে। কামবেব আপনাকে আপনার জীবনে প্রবের ঝরনা বওয়াতে অগ্রধারন করবে।
কুম্ভঃ কোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে। যারা দূর শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে। আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের এবং এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।
মীনঃএমন কোন কাজকর্মে নিযুক্ত হোন যা উ সাহয্যকর এবং আপনাকে ভারমুগ্ত রাখবে। আকস্মিক টাকাকড়ির আগমন আপনার রসিদগুলির এবং তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখবে।
তার্কীয় কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃভারতের গর্ব, বিশ্বমানের শুটার অভিনভ সিং বিন্দ্রার জন্মদিন আজ, ২৮ সেপ্টেম্বর। অভিনভ বিন্দ্রা কেবল একজন খ্যাতনামা শুটারই নয়, তিনি ভারতের ক্রীড়াঙ্গণতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিক গেমসে অভিনভ বিন্দ্রা প্রথম ভারতীয় ক্রীড়াবিদ হিসেবে ব্যক্তিগত ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেন। এটি ছিল ১৯৮০ সালের পর ভারতের প্রথম অলিম্পিক স্বর্ণ। সেই সময় পুরুষ হকি দলই সর্বশেষ স্বর্ণজয়ী হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে বিন্দ্রা আফ্রিকা-শুধুই প্রতিভার প্রচয় নয়, কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলাফল।বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও অলিম্পিক গেমস উভয় প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো ভারতীয় ক্রীড়াবিদ, যিনি এই দুই প্রতিযোগিতায় একই সময়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন। এই সাফল্যের মাধ্যমে তিনি দেশের যুবসমাজের জন্য অনুপ্রেরণার এক বড় উৎস হয়ে উঠেছেন।অভিনভ বিন্দ্রার শুটিং ক্যারিয়ার শুধুমাত্র পুরুষ জয়ের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি ভারতের ক্রীড়া ও শুটিং খাতে উন্নয়নে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যুবক ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ, শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতিতে তার প্রচেষ্টা আজও ক্রীড়াঙ্গণতে র জন্য প্রেরণার উৎস।আজ, অভিনভ বিন্দ্রার জন্মদিনে দেশজুড়ে ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ, ভক্ত এবং সাধারণ মানুষ শুধুই শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তার সাফল্য শুধুমাত্র তার নিজস্ব ষয়, এটি ভারতের শুটিং প্রতিভার প্রতিকলন এবং দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।অভিনভ বিন্দ্রারঅনন্য কৃতিত্ব, দৃষ্টান্তমূলক মনোভাব এবং বিশ্বমানের শুটিং দক্ষতা তাকে ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তার জন্মদিন উপলক্ষে ক্রীড়া মহলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং যুবসমাজের মধ্যে তার সাফল্যের গল্প আজও উদ্বাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার সহ গ্রেফতার অভিযুক্ত
আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। ঘটনা আমতলিতে।আমতলি বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিঙা অমিতা ভৌমিকের বাড়ি থেকে কর্মকর্তাদিন আগে বেশ কিছু স্বর্ণালঙ্কার সহ একটি মোবাইল ও বেশ কিছু নগদ টাকা চুরি হয়। পরে বাড়ির মালিক অমিতা ভৌমিক আতঙ্কিত থানায় লিখিত আকারে একটি মামলা দায়ের করেন।এই অভিযোগের ভিত্তিতে আমতলি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে স্বক্রবাহ জয়ন্ত ভৌমিক নামে এক অভিযুক্তকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তার

চুরি যাওয়া স্বর্ণালঙ্কার সহ গ্রেফতার অভিযুক্ত

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৬মিনিট এবং

রাত ০৯টা ৪৫মিনিট।
ভাটা-দুপুর ০২টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০২টা ৪৫মিনিট।
সূর্যঃউদয় :সকাল ৫টা ৪০মিনিটে
হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২১মিনিটে হতে পারে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এসআইআর ব্যবস্থার খসড়া, বিশেষ পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বিশেষ পরিকল্পনা কমিশন নতুনভাবে এসআইআর (Statistical Information Registry) বা তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যে কাজরত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য এই উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। এটির মাধ্যমে শ্রমিকদের তথ্য সংরক্ষণ , তাদের কর্মপরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। পরিকল্পনা কমিশনের সূত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করছেন, তাদের কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং সামাজিক কল্যাণের তথ্য এখনও যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। বিশেষ পরিকল্পনা কমিশন এই সমস্যার সমাধান করতে একটি স্বতন্ত্র এসআইআর সিস্টেম চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই রেজিস্ট্রির মাধ্যমে শ্রমিকদের নাম, কর্মক্ষেত্র, কর্মঘণ্টা, বেতন, বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীভূতভাবে সংরক্ষণ করা হবে। সূত্রের খবর, এই তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে শ্রমিকদের



অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। অন্য রাজ্যে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে যদি কেউ দুর্ভোগ বা শোষণের শিকার হন, তবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবে। এছাড়াও, শ্রমিকদের জন্য সরকারি কল্যাণ প্রকল্প এবং স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়াও সহজ হবে। পরিকল্পনা কমিশন জানিয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে শ্রমিকদের শোষণ রোধ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব

হবে। এই এসআইআর তৈরিতে স্থানীয় প্রশাসন, শ্রম দফতর এবং বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রতিটি শ্রমিকের তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি নিশ্চিত করা হবে যাতে ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য সিস্টেমে প্রবেশ না করে। বিশেষ পরিকল্পনা কমিশন আশা করছে, এর মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে, যা তাদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা

যেতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই উদ্যোগ কেবল তথ্য সংরক্ষণের জন্য নয়, বরং এটি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একটি সুব্যবস্থা জাল তৈরি করবে। তারা যে কোনো সমস্যায় দ্রুত সহায়তা পাবেন এবং প্রশাসন তাদের পাশে থাকবে। এছাড়াও, কমিশন জানিয়েছে যে, রেজিস্ট্রি নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে এবং কর্মক্ষেত্র ও বসবাসের পরিবর্তনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্য রাজ্যে

থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রায়ই প্রশাসনিক নজরদারির বাইরে থাকে। এতে করে তাদের অধিকার রক্ষা করা কঠিন হয়। এসআইআর এর মাধ্যমে শ্রমিকদের তথ্য কেন্দ্রীয়ভূতভাবে সংরক্ষণ করলে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং দ্রুত সমাধান দেওয়া সম্ভব হবে। এটি শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরিকল্পনা কমিশনের এই উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে শ্রমিক সংগঠন এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা। তারা মনে করছেন, এসআইআর চালু হলে শুধু শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে না, বরং পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর সামাজিক দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে। পরিকল্পনা কমিশন আশা করছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই রেজিস্ট্রি পুরো রাজ্য পর্যায়ে কার্যকর হবে এবং ধাপে ধাপে অন্যান্য রাজ্যেও সম্প্রসারণ করা হবে। এটি শুধু প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে না, বরং শ্রমিকদের জীবনমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

শাটার খুলতে গিয়ে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতার বেহালা এলাকায় একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে একজন বৃদ্ধা বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। মৃতা এলাকার একজন পরিচিত বৃদ্ধা। তিনি তার দোকান খোলার জন্য শাটার উঁচু করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনার শিকার হন। ঘটনাস্থলেই বৃদ্ধা গুরুতরভাবে তড়িপ্রাণ্ড হন এবং স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকালে ভারী বৃষ্টি ও জমে থাকা জল শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে বৃকিপূর্ণ করে তুলেছে। মৃত বৃদ্ধা দোকানের শাটার খুলতে দাঁড়ানোর সময় শাটারের সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যুৎ সংযোগের শরীরের ছোঁয়া লাগার ফলে তড়িপ্রাণ্ড হন। এই ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলেও ঘটেছে, যেখানে বৃষ্টির সময় জমে থাকা জল এবং খোলা বিদ্যুৎ সংযোগ মানুষের জন্য প্রাণঘাতী বিপদ তৈরি করেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, সেই সময়ই বেহালার বিভিন্ন দোকানে জল জমে ছিল। অর্কে দোকানদারই সতর্ক থাকার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বয়স্ক ও অজিজ্ঞ বৃদ্ধা মনে করছিলেন যে তিনি শাটার খুলতে পারছেন। তবে বিদ্যুতের ছোঁা সংযোগের কারণে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা শোকে ছায়ায় ডুবেছেন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা যোগে ঠা না থাকার বিষয়েও অভিযোগ করছেন। পুলিশ এবং বিদ্যুৎ সংস্থার কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। তারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তারা স্থানীয়দের সতর্ক করেছে যে, বৃষ্টির সময় খোলা বিদ্যুৎ সংযোগ বা জমে থাকা জলে দাঁড়ানো প্রাণঘাতী হতে পারে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে সতর্কতা এবং বিদ্যুৎ সংযোগের নিয়মিত রক্ষাবেক্ষণ অপরিহার্য। স্থানীয়রা বলছেন, বেহালার বিভিন্ন এলাকায় জল জমা হওয়া এবং বৃষ্টির সময় দোকান খোলা কঠিন হয়ে ওঠে। যদিও স্থানীয় প্রশাসন এবং বিদ্যুৎ সংস্থা দুইনামে নজরদারি চালায়, তবুও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি। মৃত বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা শোকাহত। তারা জানান, বৃদ্ধা একমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্য দোকান পরিচালনা করতেন এবং দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বৃষ্টি এবং জল জমার সময় বিদ্যুৎ সংযোগের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। খোলা বা আংশিক সুরক্ষিত লাইন মানুষকে প্রাণঘাতী বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। এ ধরনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যুৎ সংস্থাকে আরও সচেতন হতে হবে। এই দুর্ঘটনা শুধুমাত্র পরিবারের জন্য নয়, পুরো এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সতর্কবার্তা। স্থানীয়রা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, যদি বৃষ্টি ও জমে থাকা জল সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে না নেওয়া হয়, ভবিষ্যতেও এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেতে পারে। পুলিশ এবং প্রশাসন মৃত বৃদ্ধার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

রাতের আঁধারে ভাঙচুর আসেনিকমুক্ত প্লান্টে, বিপাকে গ্রামবাসী ও পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেগঙ্গা, ২৭ সেপ্টেম্বর : উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের কর্মকাঞ্চপাডায় আতঙ্ক ছড়াল দুক্কৃতী তাওবা। বৃহৎপতিবার গভীর রাতে গ্রামের একমাত্র আসেনিকমুক্ত পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্লান্টে ভাঙচুর চালায় দুক্কৃতীরা। প্লাস্ট সংলগ্ন কয়েকটি গাছের ডালপালা পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে। ভোর হতেই গ্রামবাসীরা ঘটনার খবর পান এবং দেখা দেন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্থানীয়দের দাবি, এই ভাঙচুরের ফলে শুধুমাত্র গ্রামবাসীরাই নয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়ুয়ারাও পড়েছেন জলের সংকটে। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা বহুদিন ধরেই আসেনিকপ্রবণ ঝঞ্চল হিসেবে পরিচিত। মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা ভেবে প্রায় সাত-আট মাস আগে চৌরাস্থি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কর্মকারপাডায় তৈরি হয় আসেনিকমুক্ত পানীয় জলের একটি আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্লাস্ট। ব্যয় হেয়েছিল প্রায় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। সেই প্লাস্ট থেকেই প্রতিদিন গ্রামের মানুষ নিরাপদ জল সংগ্রহ করতেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্না থেকে শুরু করে পড়ুয়াদের পানীয় জল পর্যন্ত ওই উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিল। মাকে কিছুদিন প্লাস্ট থেকে নেোরা জল বেরনোর অভিযোগে উঠেছিল। গ্রামবাসীরা বিষয়টি জানালে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়ে ফিল্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ পরিস্কার করেছিল। কিছুদিন স্বাভাবিকভাবে প্লাস্ট চালু থাকলেও বৃহৎপতিবার রাত একটা নাগাণ আমকা হামলা চালায় দুক্কৃতীরা। যন্ত্রাংশ ও ফিল্টার ভাঙচুর করা হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাইপলাইন। এমনকি প্লাস্টের চারপাশে থাকা কয়েকটি গাছের ডালও কেটে ফেলা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের নিরবতা ভেদ করে হঠাৎ ভাঙচুরের শব্দ শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ভয়ে কেউ সাহস করে বাইরে বেরোতে পারেননি। গীতা কর্মকার নামে এক বাসিন্দা বলেন, গভীর রাতে অন্ধৃত শব্দ শুনেছিলিমা। বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে। কিন্তু বাইরে যাওয়ার সাহস পাইনি। অন্য এক বাসিন্দা সুবেশ রায়ের বক্তব্য, প্লাস্ট নিয়ে কারও অসন্তোষ থাকতেই পারে। কিন্তু তা পঞ্চায়েতকে জানানো যেত। এভাবে ভাঙচুর করার ফলে গোটা গ্রাম সমস্যায় পড়েছে। এটা একেবারেই উচিত হয়নি। ভাঙচুরের সময় দুক্কৃতীরা যে তাড়াহুড়ে করে পাশিয়েছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ, ঘটনাস্থল থেকে একটি হাতমডি উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সেই ঘড়ি ভাঙচুরকারীদের কারও এতে তদন্তে সুবিধা হবে বলে মনে করছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চৌরাস্থি পঞ্চায়েতের প্রধান নায় বাম্মা মণ্ডল এবং উপপ্রধান লিয়াকত আলি সাগরা। ক্ষতিগ্রস্ত প্লাস্ট দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। বাম্মা মণ্ডল বলেন, গ্রামবাসীর স্বার্থে তৈরি হয়েছে এই প্লাস্ট। এখানে ভাঙচুর মানে মানুষের

জীবন নিয়ে যিনিমিনি খেলা। আমরা ইতিমধ্যেই দেগঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এদিকে প্লাস্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জল সংগ্রহ করতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। পড়ুয়া থেকে সহায়িকা-সবাই সমস্যায় পড়েছেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নার কাজও কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিশুদের নিরাপদ জল জোগানো মনে না। কর্মকারপাডার মানুষ তাই আরও ক্ষু্ধ। স্থানীয়দের একাশ্বা যাচ্ছে করছে, ব্যক্তিগত শত্রুতা অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকেই



এই নাশকতা ঘটনো হয়েছে। তবে এখনও বিষয়টি পরিস্কার নয়। দেগঙ্গা গ্রামের পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এক আধিকারিক বলেন, ভাঙচুরের ঘটনায় আমরা একাধিক সূত্র হাতে পেয়েছি। উদ্ধার হওয়া ঘড়িটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হতে পারে। দুক্কৃতীদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, আসেনিক দূষণ একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা। দীর্ঘ সময় ধরে আসেনিকমুক্ত জল পান করলে মানুষের শরীরে মারাত্মক রোগ দেখা দেয়। চিকিৎসকরা বলছেন, চর্মরোগ, ক্যানসার থেকে শুরু করে নানা জটিল অসুখ হয় আসেনিকের কারণে। সেই জায়গায় আসেনিকমুক্ত জলের প্লাস্ট গ্রামবাসীর একমাত্র ভরসা ছিল। সেটিতে হামলা চালানো মানে একটা এলাকার স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেওয়া। গ্রামের মানুষ এখন একটাই দাবি তুলেছেন-দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত প্লাস্ট মেরামত করে আবার চালু করা হোক। সেই সঙ্গে দুক্কৃতীদের শাস্তি হোক বাতো ভবিষ্যতে কেউ এমন তদন্ত বাতালনোর সাহস না বাম্মা পরিস্থিতি সামাল দিতে পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কর্মকারপাডার গ্রামবাসীরা তাই তাকিয়ে আছেন প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপের দিকে।

পুজোর সাজ সেরে ফেরার পথে বকাঝকা, অভিমানে আত্মঘাতী ১৩ বছরের কিশোরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর আনন্দের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। কলকাতার একটি আবাসিক এলাকায় ১৩ বছরের এক কিশোরী অভিমানে আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশ ও পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, কিশোরী পুজোর সাজ সেরে পারার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফিরে কিছু দেরি হওয়ায় পরিবারের একজন সদস্যের সঙ্গে ছোটখাটো বাক্যালাপ বা বকাঝকা ফেলে। এ সময় তার মনোবল ভেঙে যায় এবং তিনি নিজেই চরম সিদ্ধান্ত নেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কিশোরী প্রথমে তার কক্ষে গিয়ে একাকী সময় কাটাছিলেন। এরপর প্রাথমিকভাবে কোনো সতর্কবার্তা বা সাহায্যের চিহ্ন ছাড়াই, কিশোরী আত্মঘাতী হন। পরিবারের সদস্যরা তাকে খুঁজে পেয়েই তক্ষণ নািকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করেন, কিন্তু তখনও তার অবস্থা গুরুতর ছিল। স্থানীয় পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কিশোরী আত্মহত্যার পেছনে মানসিক চাপ, দেরিতে বাড়ি ফেরার কারণ এবং পারিবারিক বকাঝকা প্রভাব ফেলতে পারে। তবে তারা আরও তদন্ত চালাচ্ছেন যাতে পুরো ঘটনার বাস্তব কারণ উদ্‌ঘাটন করা যায়। পুলিশ পরিবারকে মানসিক সহায়তার জন্য পরামর্শও দিয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক অবস্থা খুবই সংবেদনশীল। ছোট ছোট ঘটনা মেনন বকাঝকা, দেরি হওয়া বা পারিবারিক উত্তেজনা তাদের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে পুজোর সময়ে আনন্দ ও চাপের বিমিশ্রণ মানসিক ভারসাম্যকে নড়বড়ে করতে পারে। তারা অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ দেন, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের সমস্যার কথা শুনা এবং ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি নিয়ে অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া জরুরি। স্থানীয়রা এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছেন। তারা বলছেন, একটি ১৩ বছরের কিশোরীর এমন চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া পুরো সমাজের জন্য একটি সতর্কবার্তা। পুজোর আনন্দের মধ্যেও কিশোর-কিশোরীদের মানসিক নিরাপত্তা এবং মনোবল রক্ষা করা উচিত। পরিবারও শোকের মধ্যে রয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ তাদের পাশে থাকার আশ্বাস

দিয়েছে। তারা আশা করছেন, এই ঘটনা সকলের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে উঠবে যাতে ভবিষ্যতে শিশু ও কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুলিশ এবং সমাজকর্মীরা জানিয়েছেন, কিশোরীকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করানো এবং মানসিক সহায়তা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা, তাদের অনুভূতি বোঝা এবং ছোটখাটো সমস্যার সময় সহযোগিতা। করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।পরিবারের সদস্যরা জানান, কিশোরী সাধারণত মনোভাবগতভাবে শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু পুজোর সাজ করার জন্য পারাের একটি বেশি সময় কাটানোর পর বাড়ি ফিরে অভিভাবকের ছোট তিরস্কার তাকে মানসিকভাবে চাপে দেয়। এ সময় তার মনোবল ভেঙে যায় এবং তিনি নিজেই চরম সিদ্ধান্ত নেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কিশোরী প্রথমে তার কক্ষে গিয়ে একাকী সময় কাটাছিলেন। এরপর প্রাথমিকভাবে কোনো সতর্কবার্তা বা সাহায্যের চিহ্ন ছাড়াই, কিশোরী আত্মঘাতী হন। পরিবারের সদস্যরা তাকে খুঁজে পেয়েই তক্ষণ নািকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করেন, কিন্তু তখনও তার অবস্থা গুরুতর ছিল।

মেট্রো রেলওয়ে স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান পরিচালনা করছে

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগ দিয়ে মেট্রো রেলওয়েও মেট্রো প্রাঙ্গণকে পরিষ্কার ও সবুজ করার জন্য স্বচ্ছতা হি সেবা ৫.০ অভিযান পরিচালনা করছে। এই অভিযানের সময়, স্টেশন, ট্রেন এবং অন্যান্য রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে নিবিড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্যানিটাইজেশন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে মেট্রো কর্মীরা বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা অভিযান অংশ নিয়েছেন। যাত্রীদেরও সংবেদনশীল করা হচ্ছে এবং মেট্রো প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। পুজোর আগে টিউডের কারণে কাউন্টারে দীর্ঘ লাইন এড়াতে, যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড এবং মোবাইল ডিউআর টিকিটের মতো ডিজিটাল টিকিটই মোড ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা অ্যাপের মাধ্যমে বা রিটার্জের সময় বুক করলে ৫ শতাংশ বোনাস / ছাড়ের সাথে অ্যেে সময় বাঁচাতে তাদের টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে ‘AAMAR KOLKATA METRO’ অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুর্গা প্রতিমা আনতে গিয়ে দুর্ঘটনা, হুগলির পোলবায় মৃত ৩’র শোকের ছায়া

বনস্পতি দে, ২৭ সেপ্টেম্বর : হুগলির পোলবায় দুর্গা পুজোর প্রস্তুতির সময় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্গা প্রতিমা আনতে গিয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলেই দুইজনের মৃত্যু হয়, আর এক জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার খবরে পুরো এলাকা শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্গা প্রতিমা স্থানান্তরের সময় ব্যবহৃত ট্রাক বা ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার সৃষ্টি করে। প্রতিমা তুলতে এবং স্থানান্তর করতে প্রচুর মানুষ সমবেত ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় গর্ত বা থাকা লাগার কারণে ট্রাকটি হঠাৎ অাল হয়ে যায়, এবং এতে এগিয়ে থাকা মানুষজনের উপর প্রভাব পড়ে। স্থানীয়রা তৎক্ষণা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান, তবে তাতেও তিনজনের প্রাণ বাচানো যায়নি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিহতরা স্থানীয় হুগলির পোলবা এলাকার পরিচিত মানুষ। তাদের মধ্যে একাধিকজন দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমা তৈরির কাজ এবং পূজা আয়োজনের কাজে যুক্ত ছিলেন। শোকাহত পরিবার এখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। স্থানীয় মানুষজন দুর্ঘটনার পর আহতদের পাশে দাড়িয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার প্রাথমিক কারণ হিসেবে ট্রাক বা ভ্যানের অতিরিক্ত ভাড়া বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোকে দায়ী করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জরুরি ব্যবস্থা নিয়েছে। আহতদের চিকিৎসা এবং মৃতদের মৃতদেহ পরিবেশের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার পর, অহিণগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হুগলির পোলবায় প্রতিমা স্থানান্তর প্রায়ই জনসমক্ষে এবং

সরু পথ দিয়ে করা হয়। প্রতি বছর পুজার সময় এমন পরিবেশে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে। তবে এবার ঘটনার তীব্রতা অনেক বেশি, কারণ এতে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ভবিষ্যতে প্রতিমা স্থানান্তরের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে এবং জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। পৌরত্বা ও পূজা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার পর তারা শোক প্রকাশ করেছেন এবং আহত পরিবারগুলোর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এছাড়াও প্রতিমা স্থানান্তরের জন্য নতুন নিয়ম ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা তৈরি করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় জনসমাগম ও ভারী মালামাল স্থানান্তর করার সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটখাটো অবহেলা এবং স্পষ্টতর অভাব এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তারা স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক করে বলেছেন, পূজা বা উৎসবের সময় নিরাপত্তা নির্দেশনা কঠোরভাবে মানা অত্যন্ত জরুরি। হুগলির পোলবায় এই দুর্ঘটনা শুধুমাত্র পরিবারের জন্য নয়, পুরো কমিউনিটির জন্য শোকের বার্তা নিয়ে এসেছে। স্থানীয়রা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, যদি ভবিষ্যতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে না নেওয়া হয়, তবে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। পোলবাবাসী এবং পূজা কমিটি একসঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এদিকে, দুর্গা প্রতিমা আনবার বন্ধ না রেখে নতুন দুর্ঘটনা পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানান্তরের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশ সতর্ক অবস্থানে থেকে কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। শোকাহত পরিবার এবং স্থানীয়রা আশা করছেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা আর ঘটবে না এবং উৎসবটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে।

ধানজমিতে পদ্ম চাষে সফল হাওড়ার কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ার কৃষি ক্ষেত্রের দৃশ্যপট এবার একটু অন্যরকম হয়ে উঠেছে। ধানজমিতে এবার চাষ করা হয়েছে পদ্ম, এবং এই নতুন ধরনের চাষ থেকে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় চিঠিবাসী। দীর্ঘদিন ধরে ধানের চাষেই নির্ভরশীল এই অঞ্চলের কৃষকরা এবার নতুন প্রযুক্তি ও উদ্যোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের ফলন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পদ্ম চাষে অর্জিত এই সাফল্য শুধু আর্থিক দিক থেকেই নয়, বরং কৃষি বৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্যও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাওড়ার বিভিন্ন ব্লকের কৃষকরা ধানজমিতে পদ্ম চাষ শুরু করেছেন। এই চাষকে আরও সুবিধাজনক করতে রাজ্য সরকারের কৃষি দফতর বিশেষ প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করছে। কৃষকরা বলছেন, প্রথমবার পদ্ম চাষ শুরু করতে কিছুটা বুকি ছিল, তবে সরকারী তত্ত্বাবধান এবং সহায়তা পেয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। কৃষক মনোরঞ্জন দাস বলেন, প্রথমবার পদ্ম চাষ করছি। ধানের জমিতে চাষ করা হলেও ফলন আশানুরূপ হয়েছে। স্থানীয় বাজারে এর চাহিদাও ভালো, তাই এবার আমাদের উপাদান আণের তুলনায় অনেক বেশি। অন্য একজন চাষি বলছেন, ধানজমিতে পদ্ম চাষে পানির ব্যবহার কম এবং পরিচর্যা সহজ। এটি আমাদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। পদ্ম চাষের সঙ্গে ধান চাষের তুলনায় বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। মূলত পানির গভীরতা, মাটির ধরনের নির্বাচন এবং রোগ-নিয়ন্ত্রণে খুঁটিনাটি নজর দিতে হয়। হাওড়ার কৃষকরা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এসব দিক মেনে পদ্ম চাষ করছেন। রাজ্য কৃষি দফতর জানিয়েছে, তারা নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করছে এবং চাষিদের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করছে যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। এই নতুন চাষ থেকে শুধু আর্থিক লাভ নয়, পরিবেশের দিক থেকেও সুফল দেখা যাচ্ছে। পদ্মের চারা

পানির সঙ্গে মিশে মাটি উর্বর রাখতে সাহায্য করছে। পাশাপাশি জমির ক্ষয় রোধ হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে হাওড়ার কৃষি সম্ভাবনাকে বলিষ্ঠানী করবে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা শনাক্ত, এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং কৃষকদের নির্ভরতা এক ধরনের কৃষকর ওপর থেকে কমাতে সাহায্য করে। স্থানীয় বাজারে পদ্মের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফুলের চাহিদা উৎসবকালীন সময় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে থাকে। হাওড়ার কৃষকরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাজারজাতকরণের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। কৃষক সমিতিগুলো বলছে, চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক সমন্বয় রাখলে তারা এই ধরনের চাষকে দীর্ঘমেয়াদে আরও লাভজনক করতে পারবেন। রাজ্য সরকারের কৃষি

দফতর মুখ্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ধানজমিতে পদ্ম চাষ একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে। আমরা চাষিদের জন্য প্রশিক্ষণ, বীজ সরবরাহ এবং বাজার সংযোগের ব্যবস্থা করছি।

লিগ্যাল নোটিশ	
এতদ্বারা অর্থাগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ ১) তাজকর মল্লিক, ২) নারীমুন্দি মল্লিক, ৩) রাইহুল মল্লিক, ৪) সর্গ পিতা লালমহম্মদ মল্লিক, সাক্ষিক নূতনগ্রাম, ডিকুরডিহি, বাকুড়া, ৪) হাসানুজা বেগম, স্বামী ইলাহা মিয়া, সাক্ষিক বুরাজিহি, কান্দার, বাকুড়া, ৫) সন্ন্যাস বিধি, স্বামী তাজমল্ল মল্লিক, সাক্ষিক নতনগ্রাম, ডিকুরডিহি, বাকুড়া। বাকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর নং ফোনোলা দলিল নম্ব ১) মুন্নেবি বিধি, স্বামী সহমত মল্লিক ২) সাহাবুল মল্লিক, পিতা সহমত মল্লিক, ৩) তহমিনা বিধি, স্বামী আলাউদ্দিন মিয়া, ৪) মথমিনা খাতুন, পিতা সহমত মল্লিক, ৫) সাহানিনা বিধি, স্বামী মল্লিকর মিয়া, ৬) ইজমাকর হোসেন মিয়া, ৭) মল্লিকুর মিয়া, ৮) রবিয়া বিধি, পিতা হুসরিন বিধি, ৯) মক্কেল বিধি, ১০) আরজিনা খাতুন, উভয় পিতা এম্ব খান, সর্ব সাক্ষিক নূতনগ্রাম, ডিকুরডিহি, বাকুড়া, উক্ত ১ নম্বাণ ৪ নং দাতা দারীগণের পক্ষে বাকুড়া A.D.S.R, অফিসের ২৮৬৫ ৯১ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনা। দলিল নম্ব নিমুক্তিয় আমমোক্তার ও ৫ নং দারীর পক্ষে বাকুড়া A.D.S.R,অফিসের ২৯৭৮ ৯১ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনা। দলিল নম্ব নিমুক্তীয় আমমোক্তার ও উক্ত ৬ নম্বাণ ৮ নং দাতা দারীর পক্ষে বাকুড়া D.S.R অফিসে ১২৪৫ ৯৬ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনা। দলিল নম্ব নিমুক্তীয় আমমোক্তার ও উক্ত ৭১০ নং, দারীর পক্ষে বাকুড়া D.S.R অফিসে ৪৩১৭ ১২২ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তার নম্বা দলিল নম্ব নিমুক্তীয় আমমোক্তার ও স্বয়ং ১১) শ্রী অমলকান্তি চ্যাটার্জী, পিতা রজিত কুমার চ্যাটার্জী, সাক্ষিক রামচন্দ্র, বাকুড়া আমমোক্তার থানা থানা ও জেলা বাকুড়া, গোলামিরুজা মোজায় (সে.এন-১৫৮) ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৪, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪৯, ৭৪১১, ৬৬৫,৫১২,৫১১ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৬,৬৬, ৬৭ নং দাগে মোট ৩.২৪ একর জমিন ৬৬ কুঞ্জবাসিন উক্ত জমিনে কারাগো এমন প্রকার অর্জপ্তি থাকলে উপকৃত তাগ প্রমাণ লগ্নায় বিভক্ত ব্রকাশনের লিন ইহতে অথগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে আমমোক্তার জানানো অনায়ায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নান পতন করাইবেন।	
ধন্যবাদান্তে Sukumar Mallick Advocate District Judge- Court. Bankura E.No.-340/2007 of W.B.	

কর্ম এ জনসাধারণের জন্য ঘোষণা	
(ভারতের নেটদিয়া ও স্টেটদিয়া বোর্ডের প্রধিন ৬ এর অধীন (কোপেটো হাউসের জন্য নেটদিয়া সমাধান প্রক্রিয়া) প্রধিন, ২০১৬)	
(সিআইআরপি) মেসার্স গুপ্তা পাওয়ার ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের ঋণদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি	
প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১. কোপেটো ঋণস্হাতির নাম	মেসার্স গ্রুপিউএ গুপ্তা পাওয়ার ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড
২. কোপেটো ঋণস্হাতির অন্তর্ভুক্তির তারিখ	০৯.০৫.১৯৬১
৩. কোপেটো ঋণস্হাতি যে কর্তৃপক্ষের অধীন অন্তর্ভুক্ত/পরিচালিত	কোম্পানি নিয়ন্ত্রক, কলকাতা
৪. কোপেটো ঋণস্হাতির কোপেটো পরিসর নম্বর	ইউ৬১৩০৩৩৩৭১৯১১পিএস২৫১০৪
৫. কোপেটো ঋণস্হাতির নির্ধারিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	নির্ধারিত অফিসের ঠিকানা: ২৬৬-৬২, স্ট্রিট-৫ নং তানা, স্কট কোক সীট, কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গাল, ভারত, ৭০০০১৭ বুধেশ্বর হিন্দোলকর পক্ষা রায় কক্ক-পূর্ণি রোড, বুধেশ্বর মন্দিরের সামনে, ভুবনেশ্বরী, ওড়িশা, ভারত, ৭৫১০০৬
৬. কোপেটো ঋণস্হাতির ক্ষেত্রে সেউদিয়া শুল্কের তারিখ	২৬.০৯.২০২৫ (অতিরিক্ত আপলোড করা হয়েছে ২৭.০৯.২০২৫)
৭. সেউদিয়া নিষিদ্ধ প্রক্রিয়া বন্ধের আনুমানিক তারিখ	২৫.০৫.২০২৬
৮. অধুর্ভুক্তিগত সম্মদ পেশাদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত সেউদিয়া পেশাদারের নাম এবং নিয়ম নম্বর	প্রদীপ কুমার কাকর ১৮১০৫২, ওরিনা বিজিৎ হি.মাল্.পি রোড, ভরশানা, (কেন্দ্র), সুরাট, গুজরাট, ৬৯৪০০৭ ই-মেইল: ipradeepkabra@gmail.com
৯. বোর্ডে নির্বাচিত অন্তর্ভুক্তিকালীন সমাধান পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেইল	প্রদীপ কুমার কাকর ১৮১০৫২, ওরিনা বিজিৎ হি.মাল্.পি রোড, ভরশানা, (কেন্দ্র), সুরাট, গুজরাট, ৬৯৪০০৭ ই-মেইল: ip.guptapower@gmail.com
১০. অন্তর্ভুক্তিকালীন সেউদিয়া পেশাদারের সাথে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেইল পরিচালনা করুন	প্রদীপ কুমার কাকর ৩০১১, হার্ড টপ, বিপাস বিজয়ন স্টেটর, পশ্চিম পোস্তমের, পশ্চিম মেদানি, (কেন্দ্র), সুরাট, গুজরাট, ৬৯৪০০৭ ই-মেইল: ip.guptapower@gmail.com
১১. দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	শুক্রেবার, ১০.১০.২০২৫
১২. ধারা ২১ এর উপ-ধারা (৬ক) এর ধারা (খ) এর অধীন, অন্তর্ভুক্তিকালীন সমাধান পেশাদার দ্বারা নির্ধারিত ঋণদাতাদের শ্রেণী, যদি থাকে	প্রয়োজ্য নয়
১৩. একটি শ্রেণিতে ঋণদাতাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত সেউদিয়া পেশাদারের নাম (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য চিহ্নটি দিন)	প্রয়োজ্য নয়
১৪. (ক) প্রাসঙ্গিক কর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধির বিবরণ পাওয়া যায়	(ক) ওয়েব লিংক: https://sebid.gov.in/home/downloads (খ) প্রয়োজ্য নয়

এছাড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, জাতীয় কোম্পানি অ্যান্ড ট্রাস্টিয়ান ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে মেসার্স গুপ্তা পাওয়ার ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের অফিসে সেউদিয়া নিষিদ্ধ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে (২৭.০

খাবার-দাবার

দুধ পোলাও, ষষ্ঠীতে হোক জম্পেশ উদরপূর্তি স্টার্টারের জন্যেও রইল দারুণ রেসিপি!

বাঙালির পুজো মানেই পেটপুজো। আর সেই রসনা তৃপ্ত হলে, বেশি খুশি বোধহয় আর কেউ হন না! পুজোর দিনগুলোয় পরিবারের জন্য রান্না নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করবেন কি? ষষ্ঠী থেকে দশমী জমজমটি মেনুকর্ড! গন্ধরাজ চিকেন পাতুরি – উপকরণ-৩০০ গ্রাম বোনলেস চিকেন, ৩ টেবিল চামচ পোস্তবাটা, ৩ টেবিল চামচ নারকেলবাটা, আধ চা চামচ রসুনবাটা, ১.৫ চা চামচ কাঁচা লঙ্কাবাটা, ১ চা চামচ গোলমরিচগুঁড়ো, ৩ চা চামচ লেবুর রস, ১৪ কাপ সাদা তেল, স্বাদ মত নুন, ১৫ টি কুমড়ো পাতা, ১ টি সুতার রিল, ১৬ টি গন্ধরাজ লেবুর পাতা, পরিমাণ মতো ভাজার জন্য সামান্য সাদা তেল।

প্রণালী-চিকেন কিমা বানিয়ে নিতে হবে। একটি পাত্রে চিকেনের কিমা নিয়ে, তার মধ্যে পোস্তবাটা, নারকেলবাটা, রসুনবাটা, কাঁচা লঙ্কাবাটা ও ১ টি গন্ধরাজ লেবুর পাতাবাটা, গন্ধরাজ লেবুর রস, সাদা তেল ও গোলমরিচগুঁড়ো পরিমাণ মতো নুন দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার একটি কুমড়ো পাতা ধুয়ে হালকা সেকঁকে নিয়ন তাওয়ায়। তার মধ্যে এই মিশ্রণটি ৩ টেবিল চামচ নিয়ে, উপরে একটি গন্ধরাজ লেবুর পাতা রেখে খুব ভালো করে সুতো দিয়ে

বেঁধে দিন। এবার একটি ফ্রায়ািং প্যান তেল গরম করে এরমধ্যে একে একে পাতুরিগুলো দিয়ে, ডিমে আঁচ রেখে ঢেকে দিন উপর থেকে। বারে বারে উলটেপালটে



ভেজে নিতে হবে। চারিদিকে সুন্দর লালচে কালার চলে এলে, নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।
দুধ পোলাও– উপকরণ- দেবাদুন চাল (১ কাপ), দুধ ফোটানো (দেড় লিটার), গোটা গরমমশলা (২ চামচ), স্টার আয়নিস (৪-৫টা), কিশমিশ (১ চামচ), কাইশ্চুটি (২ চামচ), খি (৪ চামচ), নুন (আধ চামচ), চিনি (স্বাদমতো), মিক্সমেড (৩ চামচ)
প্রণালী-প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পরে

পাত্রে থি গরম করে গরমমশলা ও স্টার আয়নিস ফোঁড়ন দিন। গন্ধ বেরোতে শুরু করলে ওর মধ্যে কড়াইশ্চুটি, কিশমিশ, চাল দিয়ে অল্প নেড়ে নিন। ওর মধ্যে এবার



ফুটিয়ে রাখা দুধটা দিন। নুন-চিনিও দিন। এবার পাত্রের ঢাকনা আটকে রাখুন, ডিমে আঁচ রাখুন। খোঁয়া বেরোতে শুরু করলে বুঝবেন পোলাও তৈরি। আঁচ থেকে নামিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখুন। পরে ঢাকনা খুলে মিক্সমেড ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।
পাঁচফোড়ন চিকেন– উপকরণ-মুরগির মাংস ১ কিলো, সরষের তেল ১২০ গ্রাম, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ২ টা, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, চিনি ১

চামচ, টমেটো বাটা ১টা, স্বাদমতো নুন, লেবুর রস ১ চা-চামচ।
প্রণালী-কড়াইয়ে এক চা-চামচ সরষের তেল গরম করে তাতে গোটা শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ও পাঁচফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরলে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। মাংস ভাল করে ধুয়ে জল বরিয়ে তাতে এই ফোড়ন ও তেল ঢেলে নিয়ে ভালভাবে মাখিয়ে নিন। এবার কড়াইয়ে আবার হাফ চা-চামচ তেল গরম করে তাতে এক চামচ চিনি দিন। চিনি গলে এলে এবার

একে-একে ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ দিয়ে ভালভাবে কষিয়ে নিন। আঁচ কমিয়ে রাখুন, নাহলে মশলা পুড়ে যেতে পারে। এবার এতে টকদই মিশিয়ে ভালভাবে কষুন, স্বাদমতো নুন দিন। এই কষানো মশলা চিকেনের পাত্রে ঢেলে আবার খানিকক্ষণ ম্যারিনেট করে রেখে দিন ষণ্টা দুয়েক। এরপর কড়াইতে পরিমাণমতো তেল গরম করে তাতে পাঁচফোড়ন দিয়ে সুগন্ধ বেরলে পেঁয়াজ বাটা, আদা, রসুন কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে কষুন। এবার টমেটো বাটা দিয়ে কষুন আরও মিনিট সাতেক। যতক্ষণ না সমস্ত মশলার কাঁচা গন্ধ কেটে যায়। মশলা থেকে তেল বেরিয়ে এলে ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে দিন। সমস্ত মশলা ও চিকেন ভালভাবে নাড়াচাড় করে মাঝারি আঁচে কয়ে নিন মিনিট দশেক। ঢাকা দিয়ে রাখুন মাংস সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। ঢাকা খুলে নামানোর আগে লেবুর রস ও তিন চারটে কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। সাদা ভাতের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে, চাইলে রুটি বা পরোটার সঙ্গেও। তবে সেক্ষেত্রে বোলা চিনিয়ে গা মাখা করে নিলে ভাল। অষ্টমীর দিন আমিষ খেতে না-চাইলে একই পদ্ধতিতে পনির দিয়েও ট্রাই করা যেতে পারে।

পুজোয় তৃপ্তির জন্য পোলাও-পাতুরি, মাটন থেকে শেষপাতের রসনা

পুজো মানেই পেটপুজো। উৎসবের প্রহর দুয়ারে কড়া নাড়লেই আনন্দের স্বাদ আরও বেশি করে ঢেটেপুটে নিতে চায় মন। সারা বছর অধিস-বাড়ি সামলে বিশেষ কিছু রান্না করার সুযোগ হয় না। কিন্তু



পুজোর দিনগুলোয় পরিবারের জন্য রান্না করবেন ভাবছেন? দুধ পোলাও উপকরণ-দেবাদুন চাল (১ কাপ), দুধ ফোটানো (দেড় লিটার), গোটা গরমমশলা (২ চামচ), স্টার আয়নিস (৪-৫টা), কিশমিশ (১ চামচ), কাইশ্চুটি (২ চামচ), খি (৪ চামচ), নুন (আধ চামচ), চিনি (স্বাদমতো), মিক্সমেড (৩ চামচ)
প্রণালী-প্রথমে চাল ভালো করে ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পরে পাত্রে থি গরম করে গরমমশলা ও স্টার আয়নিস ফোঁড়ন দিন। গন্ধ বেরোতে শুরু করলে ওর মধ্যে কাইশ্চুটি, কিশমিশ, চাল দিয়ে অল্প নেড়ে নিন। ওর মধ্যে এবার ফুটিয়ে রাখা দুধটা দিন। নুন-চিনিও দিন। এবার পাত্রের ঢাকনা আটকে রাখুন, ডিমে আঁচ রাখুন। খোঁয়া বেরোতে শুরু করলে বুঝবেন পোলাও তৈরি। আঁচ থেকে নামিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখুন। পরে ঢাকনা খুলে মিক্সমেড ছািয়ে পরিবেশন

লঙ্কাবাটা, ১ চা চামচ গোলমরিচগুঁড়ো, ৩ চা চামচ লেবুর রস, ১৪ কাপ সাদা তেল, স্বাদ মত নুন, ১৫ টি কুমড়ো পাতা, ১ টি সুতার রিল, ১৬ টি গন্ধরাজ লেবুর পাতা, পরিমাণ মতো ভাজার জন্য সামান্য সাদা তেল।
প্রণালী-চিকেন কিমা বানিয়ে নিতে হবে। একটি পাত্রে চিকেনের কিমা নিয়ে, তার মধ্যে পোস্তবাটা, নারকেলবাটা, রসুনবাটা, কাঁচা লঙ্কাবাটা ও ১ টি গন্ধরাজ লেবুর পাতাবাটা, গন্ধরাজ লেবুর রস, সাদা তেল ও গোলমরিচগুঁড়ো পরিমাণ মতো নুন দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। এবার একটি কুমড়ো পাতা ধুয়ে হালকা সেকঁকে নিন তাওয়ায়। তার মধ্যে এই মিশ্রণটি ৩ টেবিল চামচ নিয়ে, উপরে একটি গন্ধরাজ লেবুর পাতা রেখে খুব ভালো করে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। এবার একটি ফ্রায়ািং প্যান তেল গরম করে এরমধ্যে একে একে পাতুরিগুলো দিয়ে,

রাষ্ট্রসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণ বয়কট কূটনীতিকদের!

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৭ সেপ্টেম্বর : গাজায় লাগাতার ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জেরে বিশ্বমঞ্চে আগেই প্রধানমুখে পড়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেই আঁচ এবার এসে পড়ল রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চেও। রাষ্ট্রসংঘে তিনি ভাষণ দিতে উঠতেই একে একে আসন ছাড়লেন কূটনীতিকরা। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, শুক্রবারের এই ঘটনাই প্রমাণ করে দিল বিশ্বমঞ্চে আরও কোণঠাসা হয়ে গিয়েছে ইহুদি দেশটি।আন্তর্জাতিক একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, নেতানিয়াহুর বক্তৃতা চলাকালীন আরব ও মুসলিম দেশগুলির প্রায় সকল প্রতিনিধিরাই ‘ওয়াক আউট’ করলেন। তবে বেশ কয়েকটি আফ্রিকান এবং কিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তাঁর ভাষণের সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, যুদ্ধপরাধের জন্য আদালত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রণোদিত পরোয়ানা জারি করেছে। সপ্তাহটি তিনি হুশিয়ারি দেন, জেল আভিত শীঘ্রই গাজায় তার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করে ফেলবে। এমনকী

তিনি ইজরায়েলি সেনাবাহিনীকে তাঁর এই হুমকিবার্তা গোটা গাজায় লাইডম্পিকারের মাধ্যমে শোমনোরও নির্দেশ দেন। তারপরই রাষ্ট্রসংঘে মুখ পুড়ল ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।২০২৬ সালের ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিয়ে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নেন নেতানিয়াহু। তারপর থেকেই লড়াই জারি রয়েছে। ইজরায়েলের লাগাতার হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা গাজা। সংঘর্ষবিরাডি নিয়ে আলোচনা চললেও তার ভবিষ্য অজ্ঞাত। ২ বছরের বেশি সময় ধরে চলতে থাকা গাজা যুদ্ধ থামাতে উঠে পড়ে লেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি সফল হননি। যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত গাজায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজারেরও বেশি। পাশাপাশি, আতংকের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন ৪ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ। অন্যদিকে, হামাসের হাতে এখনও পণবদি রয়েছে বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে গত ১৬ সেপ্টেম্বর গাজা শহরের আরও ভিতরে প্রবেশ করে অভিযান শুরু

করেছে ইজরায়েলি সেনা। শয়ে শয়ে টুকেছে ইজরায়েলি ট্যাঙ্কও। গাজায় ইজরায়েলি হামলা নিয়ে বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। অভিযোগ উঠেছে, এই হামলায় জিরে মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ প্যালেস্টিনীয়দের। শুধু তা-ই নয়, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক আইন মানছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু তার পরেও আক্রমণের বাজ় একবিপদও কমাননি নেতানিয়াহু। উলটে ক্রমেই তা বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছিল, গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ জমি দখল করে নিয়েছে ইজরায়েল। বাকি জমিও দখল করতে ইহুদি দেশটি বন্ধপরিকর। এর পাশাপাশি, গোটা গাজা পরিস্থিতি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন। সম্প্রতি সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। রিপোর্টে গাজায় গণহত্যার জন্য সরাসরি ইজরায়েলকেই কাঁচগড়ায় তোলা হয়েছে। এসবের মাঝেই গাজায় ‘প্রাইড অফেনসিভ’ শুরু করেছে ইজরায়েল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইহুদি দেশটির এই পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি

‘বাংলাদেশকে মৌলবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ইউনুস’

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৭ সেপ্টেম্বর গণবিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন হয়েছে এক বছর আগে। বহু টালবাহানার পরে অবশেষে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার। এরপরেও ঘরে-বাহরে প্রবল চাপ প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। বিক্ষোভকারীরা মূলত আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিক। তাঁদের অভিযোগ, ইউনুসের জন্মায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা বেড়েছে বাংলাদেশে। রাষ্ট্রসংঘের সামনের জমায়েত থেকে স্লোগান ওঠে, ‘ পাকিস্তানি। আপনি পাকিস্তানে চলে যান’।শুক্রবার, রাষ্ট্রসংঘের সভায় বক্তব্য রাখেন মহম্মদ ইউনুস। নিজের বক্তব্যে গত একবছরে বাংলাদেশের উন্নতির খতিয়ান তুলে ধরেছেন তিনি। নিজের বক্তব্যে, বাংলাদেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তিনি। ইউনুসের দাবি, এই শ্রমিকরা শুধু বাংলাদেশ নয়, যে দেশেই কাজ করতে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এদিকে, ইউনুসের ভাষণ চলাকালীন বাইরে জড়ে হওয়া গুলুর মনোভাবের স্কে মেলেনি ইউনুসের বক্তব্যের নির্ঘাস। ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারকে ‘ আখ্যা দিয়ে তাঁদের দাবি, গণ-অভ্যুত্থানে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন হানি। এরপর থেকেই দেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়েছে। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, আমরা অবৈধ ইউনুস সরকারের বিরোধিতা করছি। তাদের অভিযোগ, বাংলাদেশকে মৌলবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ইউনুস। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থাকে তালিবান শাসনের সঙ্গে তুলনা করে তাঁদের দাবি, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণ চালাচ্ছে ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। হিন্দু সম্মাসী চিম্ময় কৃষ্ণ দাসের ক্রূত মুক্তির দাবি তুলেন বিক্ষোভকারীরা।রাষ্ট্রসংঘের সভা চলাকালীন বাইরে বিক্ষোভকারীরা ক্রূত নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠনের দাবিও জানিয়েছেন।

পঞ্চমীর সন্ধ্যায় মাতোয়ারা কলকাতা, মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনাথীদের ঢল



কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর : প্রাণের পুজোয় মাতোয়ারা বাংলা। ঢোরবাগান থেকে আহিরীটোলা যুবকবৃন্দ, হাতিবাগান সর্বজনীন থেকে ত্রিধারা, সুকৃতি সঙ্ঘ থেকে আলিপুর সর্বজনীন, মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায় সর্বত্রই উপচে পড়ল মানুষের ঢল। এদিকে বৃষ্টির পূর্বভাস থাকলেও তা দু-এক পশলা হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে। তবে নবমীর রাতে থেকে নতুন নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। আর সে কারণেই দর্শনাথীরা যেন চাইছেন বৃষ্টির আগেই ঠাকুর দেখাটা ভাল করে মিটিয়ে নিতে। ভিড় বাড়ছে দমদম তরুণ দল থেকে দমদম ভারতক্র্েও, ভিড় বলিগঞ্জ কালচারালেও।

অন্যদিকে ভিড়ের প্রতিযোগিতা জোর টক্কর চলছে শ্রীমতি থেকে টালা প্রত্যয়ের মধ্যেও। ত্রিধারা সম্মিলনীতে এবারের থিম চলো ফিরি। মণ্ডপে ঢুকলেই দেখা মিলবে অযোরি তান্ত্রিকদের ডেরা। পিছনে দেবাদিদেব মহাদেব। তাল মিলিয়ে চলছে মিউজিক। বেনারাসের হরিশচন্দ্র ঘাট থেকে এসেছেন অযোরি তান্ত্রিকরা। তাঁদের নানারকম অঙ্গভঙ্গি, নাচ রীতিমতো উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে মণ্ডপে আগত দর্শনাথীদের। সন্ধ্যা নামতেই উপচে পড়ছে ভিড়। অন্যদিকে সন্ধ্যা থেকেই ব্যাপক ভিড় দেখা যাচ্ছে শ্রীমতি স্পোর্টিং ক্লাবেও। বৃজ্ খলিফা, ডিজনিন্যাভের পর এবার সেখানে নিউ জার্সি অক্ষরধামা। যদিও হালালার পর থেকেই ব্যাপক ভিড়ের ছবি দেখা গিয়েছিল। শ্রীমতি স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্দান্ত থিম ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে নজর কাড়ে প্রতিসারই গোটা রাজ্যেরাই। এবারও তার অনাখা হয়নি।

হাওড়ায় বিশ্ব বাংলা শারদ সন্মান পুরস্কার প্রদান



নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর : হাওড়ায় বিশ্ব বাংলা শারদ সন্মান পুরস্কার প্রদান করা হলো। এবছরেও ভার্য়াল মাধ্যমে রাজ্যের সকল জেলা এবং কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রচুর সংখ্যক পুজো কমিটির শারদ উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছর হাওড়া জেলার বিশ্ব বাংলা শারদ সন্মানে সর্বমোট ৮৩টি পুজা কমিটি আবেদন করে যার মধ্যে হাওড়া সদরে ৪৪টি এবং উলুবেড়িয়া মহকুমাতে ৩৬টি পুজা কমিটি আবেদন করে। কলকাতা এবং বাকি পুজো, সেরা প্রতিমা এবং সেরা মণ্ডপ ও সেরা সমাজ সচেতনতা বিভাগে বিশ্ব বাংলা শারদ সন্মান ২০২৫ প্রদান করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলায় সর্বমোট ১২টি পুজো কমিটিকে বিশ্ব বাংলা শারদ সন্মান ২০২৫ প্রদান করা হয়। ১) সেরা পুজা- ৩টি, ২) সেরা মন্ডপ-৩টি, ৩) সেরা প্রতিমা-৬টি, ৪) সেরা সমাজ সচেতনতা- ৩টি পুজোকে বেছে নেওয়া হয়। সেরা পুজা কমিটিগুলোকে ৫০,০০০ টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেরা মন্ডপ পুরস্কার প্রাপক পুজা কমিটিগুলোকে ৩০,০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

হাওড়া প্রতিনিয়োগিতায় হাওড়া জেলায় সর্বমোট ১২টি পুজো কমিটিকে বিশ্ব বাংলা শারদ সন্মান ২০২৫ প্রদান করা হয়। ১) সেরা পুজা- ৩টি, ২) সেরা মন্ডপ-৩টি, ৩) সেরা প্রতিমা-৬টি, ৪) সেরা সমাজ সচেতনতা- ৩টি পুজোকে বেছে নেওয়া হয়। সেরা পুজা কমিটিগুলোকে ৫০,০০০ টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেরা মন্ডপ পুরস্কার প্রাপক পুজা কমিটিগুলোকে ৩০,০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেরা পুজা বিভাগে জয়ীরা হলো হাটপুকুর বিজয়ী সংঘ (হাওড়া সদর), সালকিয়া সাধারণ দূর্গাপুজা (জৈঠাধারী পার্ক), হাওড়া সদর এবং উলুবেড়িয়া নোনা আখ্যাবিক্রে ক্লাব। সেরা প্রতিমা বিভাগে রয়েছে সালকিয়া

Name Change
I,Shymal Adhikary S/O Bimal Adhikary Residing at Millpara,ward no-4,P.O.&P.S.-Dhugpuri,Dist- Jalpaiguri,Pin-735210 Wb.My passport no.P7940498& all educational documents my father name recorded as Bimal Kumar Adhikary instead of Bimal Adhikary vide an affidavit no.7803 before the Ld.1st class judicial magistrate,Alipore.date-20/09/2025.That Bimal Kumar Adhikary and Bimal Adhikary both are the same and one identical person.

Name Change
I, Bimal Kumar Adhikary(Old name) S/O Bjay Adhikary Residing at Millpara,ward no-4,P.O.&P.S.-Dhugpuri,Dist- Jalpaiguri,Pin-735210 Wb.Have changed my name and shall henceforth be known as Bimal Adhikary(New name) vide an affidavit no.7801 before the Ld.1st class judicial magistrate, Alipore.date-20/09/2025. That Bimal Kumar Adhikary and Bimal Adhikary both are the same and one identical person.

খাদে পড়ল গাড়ি

২৭ সেপ্টেম্বর :পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন প্রদেশের দেরা ইসমাইল খান জেলায় ভয়াবহ দূর্ঘটনা। গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবাহী গাড়ি। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের অন্তত ১১ জনের।

Name Change
I, Sahida Bibi (Old Name) W/o Late Abul Hossain Molla Residing at Vill - Tentulia, P.o - Chandpala, P.s - Falta, District - South 24 Parganas, Pin - 743503, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sayeda Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Sahida Bibi (Old Name) and Sayieda Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Alamgir Hossain Molla S/o Late Abul Hossain Molla Residing at Vill - Tentulia, P.o - Chandpala, P.s - Falta, District - South 24 Parganas, Pin-743503, West Bengal India that my deceased father who previously known as Abul Hossain Molla (Old Name) shall henceforth be known as Abul Hossain Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 26/09/2025. I declare that my deceased father Abdul Hossain Molla (Old Name) and Abul Hossain Molla (New Name) is same and one identical person.

Name Change
I, Md Aftab Ansari S/o Late Md Yaqub Ansari Residing at Islampur Asansol, P.s - Asansol (South), District - Paschim Bardhaman, Pin-713301, West Bengal India that my deceased father who previously known as Md Yaqub (Old Name) shall henceforth be known as Md Yaqub Ansari (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 26/09/2025. I declare that my deceased father Md Yaqub (Old Name) and Md Yaqub Ansari (New Name) is same and one identical person.

Name Change
I, Subham Bagla (Old Name) S/o Pankaj Bagla Residing at 48/6, Sumon Villa, Jessore Road, Bangur Avenue, District - North 24 Parganas, Pin- 700055 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Shubham Bagla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Subham Bagla (Old Name) and Shubham Bagla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Tapan Kumar Dey alias Tapan Dey (Old Name) S/o Nirod Baran De Residing at Flat No B3/19, 134/3 C.S. Mukherjee Street, Konnagar, Vtr- Konnagar (M), P.o - Konnagar, District - Hooghly, Pin - 712235, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Tapan Kumar De (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 107025 Dated 26-09-2025. Tapan Kumar Dey, Tapan Dey (Old Name) and Tapan Kumar De (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Mukunda Samanta (Old Name) S/o Patit Samanta Residing at Mauja-Yashdambur Dakshmin Paily, J.L No - 128, Bishnurab-1 Tamuk, District - Purba Medinipur, Pin - 721630, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Mukundaram Samanta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 11/2025 Dated 26-09-2025. Mukunda Samanta (Old Name) and Mukundaram Samanta (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Dilip Kumar Basak (Old Name) S/o Nagendra Chandra Basak Residing at 163/C, Laxminagar Colony, South Dumki(M), Mৌজিহেল, District - North 24 Parganas, Pin - 700074, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Dilip Basak (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 12/2025 Dated 26-09-2025. Dilip Kumar Basak (Old Name) and Dilp Basak (New Name) both are same and one identical person.

 	
--	--

সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে রেকর্ড বজায় রাখল ভারত



দুবাই, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুক্রবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে ভারত সুপার ওভারে জয়লাভ করে এবং ২০২৫ সালের এশিয়া কাপে অপরাজিত থাকার ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। শ্রীলঙ্কা, যারা আগেই সুপার কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিল, সুপার ফোরে তাদের প্রথম জয় নিশ্চিত করতে ২০৬ রানের প্রয়োজন ছিল। পাথুম নিসানকা সেঞ্চুরি করেছিলেন, কিন্তু ভারতকে হারাতে পারেনি। সুপার ওভারে আশীর্বাদ সিংয়ের বেশ কিছু ইয়র্কার ভারতের জয় নিশ্চিত করে, সুপার ওভারে সূর্যকুমার যাদব মাত্র এক বলেই তিন রান করে ভারতকে জয়ী করেন। রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনালে ভারত এখন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে, যা এই এশিয়া কাপে তাদের তৃতীয় মুখোমুখি হবে। সুপার ফোর শেষে পয়েন্ট তালিকা ভারত (প্রথম): ৬ ম্যাচ ৬ পয়েন্ট, রান রেট :০.৯১৬। পাকিস্তান (দ্বিতীয়) ম্যাচ ৩, পয়েন্ট ৪, রান রেট ০.৩২৯ বাংলাদেশ: ম্যাচ ৬, পয়েন্ট ২, রান রেট -০.৮৬১। শ্রীলঙ্কা: ম্যাচ ৩, পয়েন্ট ০, রান রেট -০.৪১৮।

এশিয়া কাপে নিসান্কার বিশ্বংসী সেঞ্চুরি, জিতল না শ্রীলঙ্কাকে

দুবাই, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দুইশ ছাড়ানো রান তড়ায় খুনে ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি উপহার দিলেন পাথুম নিসানকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও জিততে পারল না শ্রীলঙ্কা। ম্যাচ টাই হল। এরপর সুপার ওভারে ভারত জিতল। এশিয়া কাপের নিয়মরক্ষার এই ম্যাচে ভারতের ২০২ রানের জবাবে শ্রীলঙ্কাও করে একই রান। সুপার ওভারে অবশ্য দুই রানের বেশি করতে পারেনি লঙ্কানরা। ভারত জিতে যায় প্রথম বলে তিন রান নিয়ে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই দুই দলের মুখোমুখি সবশেষ দুই ম্যাচই হলো টাই। আগের ম্যাচটিতেও ২০২৪ সালে পাল্লেকেলিতে সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কা করেছিল ২ রান আর ভারত জিতেছিল প্রথম বলে! দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুক্রবার আভিশেক শার্মা, তিলাক ভার্মা, সাঙ্ঘু স্যামসনের রঙেই ইনিংস ও আকসার প্যাটেলের কামিওতে দুইশ ছাড়ানো পূর্জি গড়ে ভারত। জবাবে দ্বিতীয় উইকেটে নিসানকা ও কুশাল পেরেরার বিস্ফোরক জুটিতে মনে হচ্ছিল জয় শ্রীলঙ্কার নাগালে। এক সময় ৯ উইকেট হাতে রেখে তাদের জয়ের জন্য দরকার ছিল ৫৪ বলে ৭৬ রান। কিন্তু পারল না। শেষ ওভারে শ্রীলঙ্কার দরকার ছিল ১২ রান। শেষ বলে দরকার ছিল ৩ রান। কিন্তু দুই রান নিয়ে ম্যাচ টাই করল লঙ্কানরা।

সৌদি প্রো লিগ: আল ইত্তিহাদকে ২-০ গোলে হারালো আল নাসর

রিয়াদ, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এটি ছিল সৌদি প্রো লিগে একটি শীর্ষস্থানীয় লড়াই, যেখানে আল নাসর শনিবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আল ইত্তিহাদকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষে উঠে এল। ক্রিসিয়ানো রোনাল্ডো এবং সাদিও মানের গোলে আল নাসর তিন পয়েন্ট অর্জন করে, চার ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। আল ইত্তিহাদ একই সংখ্যক ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামে ঘরের সমর্থকদের সামনে আল ইত্তিহাদ ১১ ম্যাচের পর তাদের অপরাজিত থাকার ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে পারল না।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে ভারত মুখোমুখি বাংলাদেশের

কলম্বো, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপার লড়াইয়ে শনিবার ভারত বাংলাদেশের মুখোমুখি। টুর্নামেন্টের হট ফেব্রারিটি ভারত। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলেও জয়ের ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কায় দু'দলের ফাইনাল মার্চে গড়াবে সন্ধ্যা ৬টা। টুর্নির লড়াইয়ে এবার লাল সবুজের প্রতিপক্ষ টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন ভারত। অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হলেও অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায়ে এখনও টুর্নির স্বাদ পায়নি বাংলাদেশ। সবশেষ আসরে ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরে রানার-আপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এবার সে প্রতিশোধ মেয়ার পালা বাংলাদেশের।

১৮ বছরেই বিশ্বজয়ী শীতল দেবী

বিশেষ প্রতিনিধি : প্যারিস প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। এবার প্যারা আচারি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সাক্ষ্য অধ্যাহত শীতল দেবী। শনিবার দক্ষিণ কোরিয়ায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনালি ইতিহাস লিখলেন শীতল দেবী। তুরস্কের বিশ্বের এক নম্বর ওজনর কিউর গির্দিকে ১৪৬-১৪৩ বাবধানে হারিয়েছেন ভারতীয় তিরন্দাজ। এর সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের কম্পাউন্ড বাক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছেন শীতল দেবী। আচারি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সব মিলিয়ে এটা তৃতীয় পদক তাঁর। এর আগে তিনি রূপে এবং ব্রোঞ্জ পদকও জিতেছেন। সমাচারি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত একটা দিনের শেষে ১৮ বছর বয়সি এই তিরন্দাজের প্রাপ্তি তিনটি পদক (সোনা, রূপে এবং ব্রোঞ্জ)। বাক্তিগত ইভেন্টে তো বটেই, মহিলাদের দলগত ইভেন্টে রূপের পদক এবং মিশ্র দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন ২০২৪ প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ জেতা সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় পদকজয়ী।

মহিলাদের ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ,ভারতীয় মহিলা দল গুয়াহাটিতে ৩০ সেপ্টেম্বর তাদের অভিযান শুরু করবে

বিশেষ প্রতিনিধি : সামনেই মহিলাদের ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। ঘরের মাঠে ভারতীয় মহিলা দল গুয়াহাটিতে ৩০ সেপ্টেম্বর তাদের অভিযান শুরু করবে। প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ঘরের মাঠে খেলা মানেই আলাদা চাপ। ভারতীয় দলের উপর সমর্থকদের প্রত্যাশাও প্রচুর। যদিও এসব নিয়ে মোটেই ভাবতে রাজি নন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা কোনওরকম চাপ নিতে রাজি নন। তাছাড়াও বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে হবে ভারতকে। হরমনপ্রীত শুক্রবার বলছিলেন, দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া যেখানে সেখানেই রয়েছে বিরোধ মুহূর্ত। আর দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়াটা আরও স্পেশাল। এই অভিজ্ঞতা অতুতপূর্ব। কারণ, আমি

যখন খেলা শুরু করি, তখন ভাবিইনি দেশকে নেতৃত্ব দেব। এটা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। প্রায় ১২ বছর পর আবার দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ হচ্ছে। এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের কাছে এক অন্য অভিজ্ঞতা। আমরা সবাই পুরো প্রতিযোগিতাটি উপভোগ করতে চাই। কোনওরকম বাড়াতি চাপ নিতে রাজি নই। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত খেলতে নামবে ৫ অক্টোবর। যদিও এই ম্যাচ নিয়ে এখনই ভাবতে রাজি নন হরমনপ্রীত। এমনিত্তেই দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তান ম্যাচটি হবে কলহোয়া। চলতি এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচে বেশ কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোট হার্দিক-অভিষেকের, খেলতে পারবেন কি

আমিরশাহীর গরম। সঙ্গে আর্জতা। চরম অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় প্রায় প্রতি দু'দিনে একটি করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেটারদের চোট আঘাত জনিত সমস্যার আশঙ্কা থেকেই যায়। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল শুক্রবার। কার্যত নিরর্থক নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোটের কবলে পড়লেন ভারতীয় দলের মহাশুরুত্বপূর্ণ দুই তারকা।

একজন হার্দিক পাণ্ডিয়া। দলের সেরা অলরাউন্ডার। বুমরাহর সঙ্গে এশিয়া কাপে তিনিই দ্বিতীয় পেসার হিসাবে খেলেছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম ওভার বল করার পরই পেশিতে টান অনুভব করেন হার্দিক। সেই যে মাঠ ছালেন আর ফেরেননি। আর একজন অভিষেক শর্মা। টুর্নামেন্টে সেরা ফর্মে থাকা ব্যাটার। তিনিও ফিফ্টিং করার সময় নবম ওভারে পেশিতে টান নিয়ে মাঠ ছালেন। তিনিও আর মাঠে ফেরেননি। ভাগআউটে তাঁদের দেখা যায় হামস্টিংয়ে বরফ লাগিয়ে বসে রয়েছে। দুই মহাশুরুত্বপূর্ণ তারকার চোট স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নে রাখবে



ভারতীয় শিবিরকে। রবিবারই এশিয়া কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারতীয় দল। সেই ম্যাচে আদৌ খেলবেন তো হার্দিক-অভিষেকরা? সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলও যে ভারতীয় শিবিরকে বিশেষ আশ্বস্ত করে গেলেন, তেমন নয়। বিশেষ করে হার্দিককে নিয়ে তিনি যেটা বললেন, সেটা বেশ উদ্বেগের। মর্কেল বলছেন, দুজনেই ক্র্যাম্পের সমস্যায় ভুগছে। হার্দিককে নিয়ে আমরা আজ (শুক্রবার) ও কাল

(শনিবার) ঊর্ধ পরিস্থিতি বুঝব। তারপর ওকে ফাইনালে খেলানো নিয়ে সিদ্ধান্ত। তবে অভিষেক ঠিক আছে। অর্থাৎ হার্দিক আদৌ রবিবার খেলবেন কিনা নিশ্চিত নন ভারতীয় দলের কোচ। মর্কেল সাফ জানিয়েছেন, ক্রিকেটারদের বিশ্রাম প্রয়োজন। শনিবার ভারতীয় দলের অনুশীলনও বাতিল করা হয়েছে। রাধা হয়েছে ঐচ্ছিক পুল সেশন। ক্রিকেটাররা যাতে নিশ্চিত যুঝতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

অভিষেকের মধ্যে নিজের ছায়া দেখছেন? ভারতীয় ওপেনারকে নিয়ে মুখ খুললেন জয়সূর্য

২৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন ভারতীয় ওপেনার অভিষেক শর্মা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আশুমে মেজাজে ব্যাটিং করে একটি টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হিসাবে নজিরও গড়েছেন। অনেকেই তাঁকে ডাকা শুরু করেছে। ‘পরবর্তী জয়সূর্য’। এই প্রসঙ্গে শ্রীলঙ্কার হেডকোচ সনৎ জয়সূর্য টিম ইন্ডিয়ায় বাঁ-হাতের ওপেনারের ভূমিগী প্রশংসা করেছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩১ বলে ৬১ রান করে আউট হন অভিষেক শর্মা। তাঁর ইনিংসে ৮টি চার, ছক্কার